বর্ণ বিষয়ক তথ্য

বর্ণমালা	১টি
বর্ণ	৫০টি
পূর্ণমাত্রা	৩২টি
অর্ধমাত্রা	৮টি
মাত্রাহীন	১০টি
প্রথম বর্ণ গবেষক	আশুতোষ ভট্টাচার্য
খোদাইকারী	পঞ্চানন কর্মকার

স্বরবর্ণ	
সংখ্যা	১১টি
পূর্ণমাত্রা	৬টি
অর্ধমাত্রা	১টি ঋ
মাত্রাহীন	৪টি এ,ঐ,ও,ঔ
হ্রস্ব স্বর	৪টি অ,ই,উ,ঋ
দীর্ঘ স্বর	৭টি
সম্মুখ স্বরধ্বনি	২টি ই, এ
পশ্চাৎ স্বরধ্বনি	২টি অ, উ
বিবৃত স্বরধ্বনি	১টি আ
সংবৃত স্বরধ্বনি	২টি ই, উ
সংক্ষিপ্তরূপ	কার
কার আছে	১০টি
কারহীন	১টি অ
লীন বর্ণ	১টি অ
মৌলিক স্বরধ্বনি	৭টি
যৌগিক স্বরধ্বনি	বর্ণ ২টি ঐ, ঔ
যৌগিক স্বরধ্বনি	২৫টি
[illegible]	১টি আ

ব্যঞ্জনবর্ণ	
সংখ্যা	৩৯ টি
পূর্ণমাত্রা	২৬ "
অর্ধমাত্রা	৭ "
মাত্রাহীন	৬ "
তাড়নজাত	২ " ড়, ঢ়
কম্পনজাত	১ " র
পার্শ্বিক	১ " ল
উষ্ম/শিস	৪ " শ,স,ষ,হ
অন্তঃস্থ	৪ " য,র,ল,ব
পরাশ্রয়ী	৩ " ং ঃ ঁ
অনুনাসিক	১ " ঁ
নাসিক্য	৫ "
সংক্ষিপ্তরূপ	ফলা
বর্গ আছে	৫ টি
অঘোষ বর্ণ	বর্গের ১,২
ঘোষ বর্ণ	" ৩,৪,৫
অল্পপ্রাণ	" ১,৩,৫
মহাপ্রাণ	" ২,৪

REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA

ধ্বনি ও বর্ণ বিষয়ক প্রশ্ন:

- মুখে উচ্চারিত শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশকে বলে → ধ্বনি।
- বাংলা ভাষায় ধ্বনি দুই প্রকার → স্বর ধ্বনি, ব্যঞ্জনধ্বনি।
- শব্দের ক্ষুদ্রতম একক → ধ্বনি।
- ধ্বনির লিখিত রূপই → বর্ণ।

* স্বরধ্বনি:— অন্য ধ্বনির সাহায্য ছাড়াই যে ধ্বনি পূর্ণভাবে উচ্চারিত হয়। এটা দুই প্রকার।

স্বরধ্বনি

[মৌলিক স্বরধ্বনি] সংখ্যা ৭টি। অ,আ,ই,উ,ও,এ,এ্যা

[যৌগিক স্বরধ্বনি] সংখ্যা ২টি ঐ,ঔ

- যে স্বর ধ্বনিকে বিশ্লেষন করা যায় না - মৌলিক স্বরধ্বনি।
- যে স্বরধ্বনি দুইটি স্বরধ্বনি মিলে হয় → যৌগিক স্বরধ্বনি

* ব্যঞ্জন ধ্বনি: অন্য ধ্বনির সাহায্য নিয়ে যে ধ্বনি উচ্চারিত হয়।

REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA

ব্যঞ্জন ধ্বনি

উচ্চারণ স্থান	অঘোষ		ঘোষ		
	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	নাসিক্য
কণ্ঠ্য	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
তালব্য	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
মূর্ধা	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
দন্ত্য	ত	থ	দ	ধ	ন
ওষ্ঠ্য	প	ফ	ব	ভ	ম

- তাড়নজাত ধ্বনি ২টি ড় ঢ়
- কম্পনজাত ধ্বনি ১টি র
- পার্শ্বিক ধ্বনি ১টি ল
- উষ্ম/শিস ধ্বনি ৪টি শ, স, ষ, হ
- অন্তস্থ ধ্বনি ৪টি য, র, ল, ব
- পরাশ্রয়ী বর্ণ ৩টি ং ঃ ঁ
- অনুনাসিক ধ্বনি ১টি ঁ
- নাসিক্য ধ্বনি ৫টি ঙ ঞ ণ ন ম

* স্বরবর্ণে কার ব্যবহৃত হয় ১০টি।
* ব্যঞ্জনবর্ণে ফলা ব্যবহৃত হয় ৬টি।
* ক থেকে ম পর্যন্ত ২৫টি ধ্বনিকে স্পর্শ ধ্বনি বলে।
* স্বরবর্ণ অ-এর কোন কার নেই। একে লীন বর্ণ বলে
* অনুনাসিক ধ্বনি ১টি
* অনুনাসিক বা সানুনাসিক বর্ণ ৫টি

REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA

* অঘোষ ধ্বনি: যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী স্পন্দিত হয় না।
* ঘোষ ধ্বনি: যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী কম্পিত হয়।
* অল্পপ্রাণ ধ্বনি: যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় বাতাসের চাপের স্বল্পতা থাকে।
* মহাপ্রাণ ধ্বনি: যে ধ্বনি উচ্চারণে বাতাসের আধিক্য থাকে।
* নাসিক্য ধ্বনি: যে ধ্বনি উচ্চারণে নাক দিয়ে বাতাস বের হয়।
* তাড়নজাত ধ্বনি: জিহ্বা দিয়ে দাঁতের মূলে আঘাত করে যে ধ্বনি উচ্চারণ হয়।
* কম্পনজাত ধ্বনি: জিহ্বার অগ্রভাগ কম্পিত করে যে ধ্বনি উচ্চারণ হয়
* পার্শ্বিক ধ্বনি: জিহ্বার দুই পাশ দিয়ে বাতাস বের করে যে ধ্বনি উচ্চারণ হয়
* উষ্ম/শিশ ধ্বনি: যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় শিস দেওয়ার মতো আওয়াজ হয়
* পরাশ্রয়ী বর্ণ: অন্যের আশ্রয়ে যে ধ্বনি উচ্চারিত হয়।
* অনুনাসিক ধ্বনি: নাসিক্য ধ্বনি গঠনে যে ধ্বনি সাহায্য করে।

প্রশ্নাবলী

- কার কাকে বলে? → স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্তরূপকে।
- বর্ণ কী? → ধ্বনির লিখিত রূপ।
- ফলা কাকে বলে → ব্যঞ্জন বর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে।
- স্বরবর্ণ কাকে বলে? → স্বরধ্বনির লিখিত রূপকে।
- ব্যঞ্জনবর্ণ কাকে বলে? → ব্যঞ্জন ধ্বনির লিখিত রূপকে।
- বাংলায় বর্ণমালা কয়টি? → একটি
- বর্ণমালা কী? → কোন ভাষায় ব্যবহৃত বর্ণসমষ্টি।
- যৌগিক স্বরধ্বনির অন্যনাম → যৌগিক স্বরজ্ঞাপক বর্ণ
- বাংলা বর্ণমালায় পূর্ণমাত্রার বর্ণ → ৩২টি

* অঘোষ ধ্বনি: যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী স্পন্দিত হয় না।
* ঘোষ ধ্বনি: যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী কম্পিত হয়।
* অল্পপ্রাণ ধ্বনি: যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় বাতাসের চাপের স্বল্পতা থাকে।
* মহাপ্রাণ ধ্বনি: যে ধ্বনি উচ্চারণে বাতাসের আধিক্য থাকে।
* নাসিক্য ধ্বনি: যে ধ্বনি উচ্চারণে নাক দিয়ে বাতাস বের হয়।
* তাড়নজাত ধ্বনি: জিহ্বা দিয়ে দাঁতের মূলে আঘাত করে যে ধ্বনি উচ্চারণ হয়।
* কম্পনজাত ধ্বনি: জিহ্বার অগ্রভাগ কম্পিত করে যে ধ্বনি উচ্চারণ হয়
* পার্শ্বিক ধ্বনি: জিহ্বার দুই পাশ দিয়ে বাতাস বের করে যে ধ্বনি উচ্চারণ হয়
* উষ্ম/শিস ধ্বনি: যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় শিস দেওয়ার মত আওয়াজ হয়
* পরাশ্রয়ী বর্ণ: অন্যের আশ্রয়ে যে ধ্বনি উচ্চারিত হয়।
* অনুনাসিক ধ্বনি: নাসিক্য ধ্বনি গঠনে যে ধ্বনি সাহায্য করে।

প্রশ্নাবলী

↔ কার কাকে বলে? → স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্তরূপকে।
↔ বর্ণ কী? → ধ্বনির লিখিত রূপ।
↔ ফলা কাকে বলে → ব্যঞ্জন বর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে।
↔ স্বরবর্ণ কাকে বলে? → স্বরধ্বনির লিখিত রূপকে।
↔ ব্যঞ্জনবর্ণ কাকে বলে? → ব্যঞ্জন ধ্বনির লিখিত রূপকে।
↔ বাংলায় বর্ণমালা কয়টি? → একটি
↔ বর্ণমালা কী? → কোন ভাষায় ব্যবহৃত বর্ণসমষ্টি।
↔ যৌগিক স্বরধ্বনির অন্যনাম → যৌগিক স্বরজ্ঞাপক বর্ণ
↔ বাংলা বর্ণমালায় পূর্ণমাত্রার বর্ণ → ৩২টি

Nisat Tabassum

13/06/2022

ভাষাতত্ত্ব

ভাষা: মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যমই ভাষা।

মাধ্যম - ৩ টি

① কণ্ঠবিবনির (উত্তম)*
② লিখিত
③ ইঙ্গিতের

উপাদান ও উপকরণ

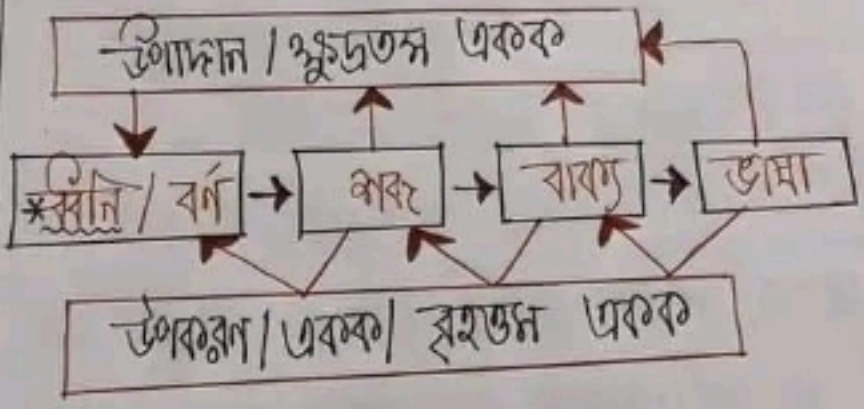

- ভাষার মৌলিক উপাদান = শব্দ
- ভাষার মূল উপাদান = ধ্বনি* / বর্ণ
- ভাষার মূল উপকরণ = বাক্য।

Nisat Tabassum

- ধ্বনি: শব্দের ছোট অংশ।
  → বর্ণের উচ্চারিত রূপ।
- বর্ণ: শব্দের ছোট অংশ।
  → ধ্বনির লিখিত রূপ।
- মানুষ শব্দে ধ্বনি সংখ্যা - ম + আ + ন + উ + ষ (৫টি)
- ব্যঞ্জন বর্ণ - ৩৯ ধ্বনি - ৩০
- শব্দ: কতগুলো ধ্বনির সমষ্টি।
- বাক্য: কতগুলো শব্দের সমষ্টি।
- অক্ষর: উচ্চারণের একক।

এক নিশ্বাসে শব্দের যতটুকু অংশ কোনো বাধাবিপত্তি ছা
উচ্চারণ করা যায় তাই অক্ষর। [বই এর মতে]

বিশ্ববিদ্যালয় - Bisshobiddaloy → vowel: 5 টা

→ যে কয়টা vowel সে কয়টা অক্ষর।

জল - Jol - vowel: 1 টা - অক্ষর 1 টা

গোলাপ - Golap - vowel: 2 টা - অক্ষর 2 টা

মামা - Mama - vowel: 2 টা - অক্ষর 2 টা

Nisat Tabassum

NOTE: ২ টা vowel পাশাপাশি থাকলে ১টি ধরতে হবে।

হৈমন্তী - Hoimonti - vowel 4 টি - অক্ষর 3 টি

ফার্মগেট - Farmget - vowel 2 টি - অক্ষর 2 টি

কর্নেল - korrnel - vowel 2 টি - অক্ষর 2 টি

বাংলা বর্ণমালার মাত্রা

এক অক্ষর দিয়ে ৩২ টা দাঁত ফালাইয়া দিব।

অক্ষর নির্ণয়	পূর্ণ মাত্রা	অর্ধমাত্রা	মাত্রাহীন
স্বরবর্ণ (১১)	০৬ (অ - ঊ)	০১ (ঋ)	০৪ (এ ঐ ও ঔ)
ব্যঞ্জনবর্ণ (৩৯)	২৬	০৭	০৬
মোট (৫০)	৩২	০৮	১০

- বাংলা বর্ণমালার সংখ্যা = ১ টি
- বাংলা বর্ণের সংখ্যা = ৫০ টি
- বাংলা বর্ণমালায় অসংযুক্ত বর্ণের সংখ্যা = ৫০ টি

☐ স্বরবর্ণ - ১১ টি

☐ স্বরধ্বনি = *৭/১১ টি

☐ মৌলিক স্বরধ্বনি = ৭টি (অ, আ, ই, উ, এ, অ্যা, ও)

☐ মৌলিক স্বরবর্ণ = ৬টি (অ, আ, ই, উ, এ, ও)

☐ যৌগিক স্বরধ্বনি = ২৫ টি

* ভাই = ভ + [আ + ই] → আই।
* যাও = য + [আ + ও] → আও।
* বউ = ব + [ও + উ] → ওউ।
* বই = ব + [ও + ই] → ওই।

যৌগিক স্বর / যুগ্মস্বর / দ্বিস্বর / সন্ধিস্বর / সান্ধ্যক্ষর — যৌগি স্বরধ্বনির অপর নাম।

☐ যৌগিক স্বরবর্ণ = ২ টি (ঐ, ঔ)

↓

যৌগিক স্বরজ্ঞাপক

☐ বাংলা ভাষায় ধ্বনির সংখ্যা কয়টি?

ক) ৩৭ খ) ৪১ গ) ৪২ ঘ) ৪৪

ব্যঞ্জন ধ্বনি = ৩০ + ১১ = ৪১

স্বরধ্বনি = ৩০ + ৭ = ৩৭ *

15-06-22

☞ অক্ষর ২ প্রকার।

১। মুক্তাক্ষর [স্বরধ্বনি মুক্তঅবস্থায় থাকবে]
২। বদ্ধাক্ষর [একটা অন্যের লেগে যাবে]

কলম
kolom

শব্দের শেষে vowel থাকলে মুক্তাক্ষর বা স্বরান্ত।   শব্দের শেষে consonant থাকলে বদ্ধাক্ষর বা ব্যঞ্জনান্ত।

☞ প্রকৃত স্বরধ্বনি বলা চলে না- ঋ কে।

কারণ : * সরাসরি সংস্কৃত থেকে এসেছে
* রি → ঋ ; ব্যঞ্জন দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা যায়।

☞ হ্রস্বস্বর – ৪ টি (অ, ই, উ, ঋ)

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ

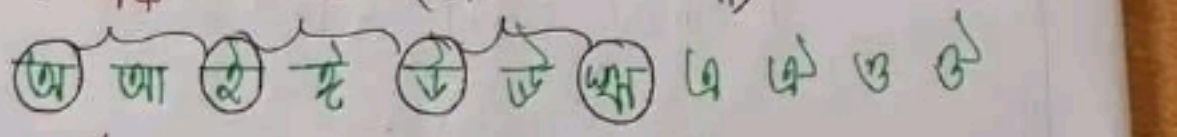

☞ দীর্ঘস্বর - ৭ টি

☞ স্বতন্ত্র স্বরধ্বনির সংখ্যা – ১টি [অ্যা]

➡ এই নামকরণ করেন ড. মুহাম্মদ আব্দুল হাই, ১৯৭৪ সালে

Nisat Tabassum

স্বতন্ত্র → স্বাধীন

□ স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে কার বলে।

কার - ১০ টি (অ বাদে বাকি ১০ টি) [সংক্ষিপ্ত স্বর বা কার]

□ অ এর কার নেই। তাই একে নিলীন বর্ণ।

□ বাংলা বর্ণমালায় কয়টি স্বরের পূর্ণরূপ আছে?

A) ১১ টি ✓ B) ৭ টি C) ১০ টি D) ৯ টি

□ স্বরধ্বনির উচ্চারণ

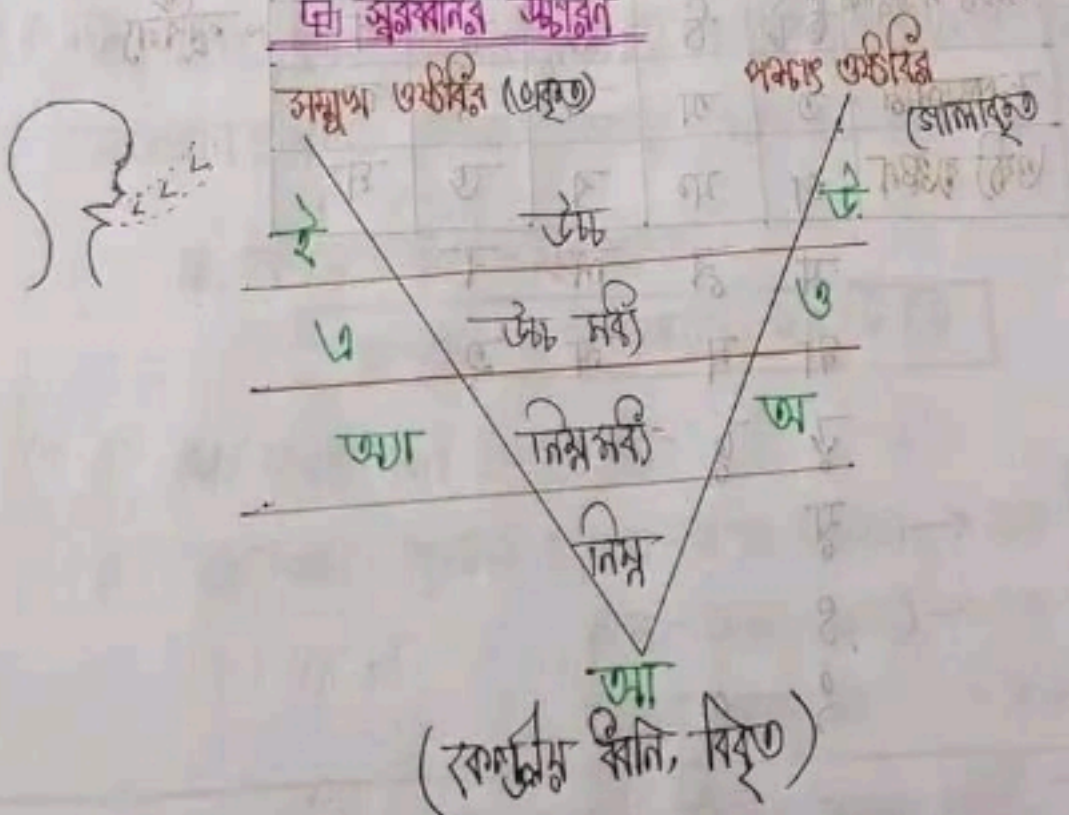

বিবৃত = স্বাভাবিক

Nisat Tabassum

৩। ব্যঞ্জনবর্ণ

	অঘোষ		ঘোষ		
	অল্প	মহা	অল্প	মহা	নাসিক্য
জিহ্বামূলীয়	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
তালব্য বর্ণ/ ঘৃষ্ট বর্ণ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
	~~ট~~	~~ঠ~~	~~দ~~	~~ধ~~	~~ণ~~
পশ্চাৎ দন্তমূলীয়	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
দন্তমূলীয়	ত	থ	দ	ধ	ন
ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন	প	ফ	ব	ভ	ম

→ কণ্ঠ (জিহ্বামূলীয়)

→ মূর্ধন্য (পশ্চাৎ দন্তমূলীয়)

য র ল ব

শ ষ স হ

ড় ঢ়

য়

ৎ

ং ঃ ঁ

Nisat Tabassum

☒ ব্যঞ্জনবর্ণ – ৩৯ টা

☒ ব্যঞ্জন ধ্বনি – ৩০ টা (ঞ, ণ, য, য়, ষ, ৎ, ং, ঃ, ঁ বাদে)

অঘোষ : Softly উচ্চারণ হলে অঘোষ।

ঘোষ : Softly উচ্চারণ না হলে ঘোষ।

অল্পপ্রাণ : কথা বলার সময় বাতাস অল্প বের হবে।

মহাপ্রাণ : কথা বলার সময় বাতাস বেশি বের হবে।

☒ বর্গীয় ধ্বনি = ২৩ টি

অপশনে না থাকলে ২৫ টি ☹

☒ বর্গীয় বর্ণ = ২৫ টি।

☒ স্পর্শ ব্যঞ্জন : ৯ম - ১০ম (২০২০) → ২৫ টি *

৯ম - ১০ম (২০২১) → ২০ টি **

বাংলা একাডেমি → ১৬ টি ***

বাংলা একাডেমি মতে স্পর্শ ধ্বনি মানে শুধু ব্যঞ্জন। তারা নাসিক্য ও তালব্য বাদ দিয়েছে।

বই এর মতে, ঘৃষ্ট = স্পর্শ + ঘৃষ্ট ; তাই তালব্যসহ ২০ টি

Nisat Tabassum

▣ ক বর্গীয় বর্ণ - ৫টি।

জিহ্বামূলীয় বর্ণ - ৪টি (ঙ বাদে)

▣ চ বর্গীয় বর্ণ - ৫টি কিন্তু ধ্বনি - ৪টি।

এক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে ধ্বনি / বর্ণ চেয়েছে।

উচ্চারণের স্থান উল্লেখ করে বর্ণ জিজ্ঞাসা করলে ৪টি

Nisat Tabassum

হাসনাত'স বাংলা ব্যাখ্যা
হাসনাত স্যার
নোট : মিম্মি বিনতে সিদ্দিকী

পদ

পদের দুই রকম সংজ্ঞা আছে।

- বাক্যে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি শব্দকে এক একটি পদ বলে।
- বাক্যে ব্যবহৃত বিভক্তি কিংবা প্রত্যয়যুক্ত শব্দকে পদ বলে।

উদাহরণ: চলন্ত = চল + অন্ত
প্রত্যয় আছে

[প্রত্যয় করা আছে, অর্থাৎ প্রকৃতি-প্রত্যয় এর নিয়মে ভাঙা যাচ্ছে]
সুতরাং এটি একটি পদ

পদ প্রধানত বা মূলত ২ প্রকার।

(i) সব্যয় পদ
(ii) অব্যয় পদ

সব্যয় পদ: যে পদগুলোকে বচন, লিঙ্গ, প্রত্যয় ও বিভক্তি দ্বারা পরিবর্তন করা যায় তাকে সব্যয় পদ বলে।

উদাহরণ: সুন্দর + য = সৌন্দর্য
[এটাকে প্রত্যয় দিয়ে পরিবর্তন করতে পারছি
তাই সৌন্দর্য সব্যয় পদ]

সব্যয় পদ ৪ প্রকার।

(i) বিশেষ্য
(ii) বিশেষণ
(iii) সর্বনাম
(iv) ক্রিয়া

সর্বনামকেও পরিবর্তন করা যায়। যেমন: তার → তারা সুতরাং এটি সব্যয়।
ক্রিয়াপদ যেমন: করছে, করছি, করছো, এখানে ছে, ছি, ছো এগুলো ক্রিয়াবিভক্তি। অর্থাৎ ক্রিয়াপদকে পরিবর্তন করা যায়। সুতরাং এটি সব্যয়

অব্যয় পদ: যে পদগুলোকে বচন, লিঙ্গ, প্রত্যয় ও বিভক্তি দ্বারা পরিবর্তন করা যায় না তাকে অব্যয় পদ বলে।

উদাহরণ: এবং, আর, অতএব ইত্যাদি। এগুলোকে পরিবর্তন করা যায় না।

02

পদ মোট ৫ প্রকার।

① বিশেষ্য
② বিশেষণ
③ সর্বনাম
④ ক্রিয়া

→ পরিবর্তন করা যায়

⑤ অব্যয় → পরিবর্তন করা যায় না

নবম-দশম শ্রেণির নতুন বই অনুসারে,

পদ মোট ৮ প্রকার।

① বিশেষ্য
② বিশেষণ
③ সর্বনাম
④ ক্রিয়া
⑤ ক্রিয়া বিশেষণ [বিশেষণের প্রকরণের মধ্যে আছে]
⑥ আবেগ
⑦ অনুসর্গ
⑧ যোজক

উল্লেখ্য, অব্যয় চার প্রকার → ① সমুচ্চয়ী, ② অনুকার ③ অনন্বয়ী এব
④ অনুসর্গ অব্যয়

* আবেগ মূলত অনন্বয়ী অব্যয়,

* অনুসর্গ মূলত অনুসর্গ অব্যয়

* যোজক মূলত সমুচ্চয়ী অব্যয়

নোট: সিফাত

03

বিশেষণ

যে পদ বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের দোষ, গুণ, অবস্থা, বৈশিষ্ট্য, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি বোঝায় তাকে বিশেষণ পদ বলে।

বিশেষণ পদ দুই প্রকার

① নাম বিশেষণ
② ভাব বিশেষণ

1. **নাম বিশেষণ:** যে বিশেষণ পদ কোন বিশেষ্য বা সর্বনাম পদকে বিশেষায়িত করে তাকে নাম বিশেষণ বলে।

নাম বিশেষণ 2 ধরনের

① বিশেষ্যের বিশেষণ
② সর্বনামের বিশেষণ

বিশেষ্যের বিশেষণ

রহিম (বিশেষ্য) চালাক (বিশেষণ)

[তথায়ে, রহিমের জন্য চালাক এসেছে। তাই চালাক, রহিমের (বিশেষ্যের) বিশেষণ
প্রশ্নে থাকতে পারে, চালাক কোন বিশেষণ? উত্তরঃ বিশেষ্যের বিশেষণ]

সুস্থ-সবল (বিশেষণ) দেহ (বিশেষ্য) সবাই চায়

[তথায়ে, দেহ পদটি বিশেষ্য যার অবস্থা প্রকাশ করছে সুস্থ-সবল।
সুতরাং সুস্থ-সবল বিশেষণ। দেহ (বিশেষ্য পদটিকে) 'সুস্থ সবল' পদটি বিশেষায়িত করায়, সুস্থ-সবল বিশেষ্যের বিশেষণ
[option এ না থাকলে নাম বিশেষণ]

উল্লেখ্য → {কী দিয়ে প্রশ্ন করলে বিশেষ্য পাওয়া যায়
কেমন দিয়ে প্রশ্ন করলে বিশেষণ পাওয়া যায়}

সর্বনামের বিশেষণ

তিনি চালাক
সর্বনাম বিশেষণ

[বাক্যস্থিত তিনি পদটি সর্বনাম, যার অবস্থা প্রকাশ করছে চালাক। সুতরাং চালাক বিশেষণ। চালাক (বিশেষণটি) এসেছে তিনি (সর্বনাম) এর জন্য। সুতরাং চালাক সর্বনামের বিশেষণ]

2 ভাব বিশেষণ : যে পদ বিশেষ্য ও সর্বনাম ভিন্ন অন্য পদকে বিশেষায়িত করে তাকে ভাব বিশেষণ বলে।

ভাব বিশেষণ ৪ প্রকার।

(i) বিশেষণের বিশেষণ
(ii) ক্রিয়া বিশেষণ
(iii) অব্যয়ের বিশেষণ
(iv) বাক্যের বিশেষণ

- যে বিশেষণটা বিশেষণের জন্য আসবে সেটা বিশেষণের বিশেষণ।
- যে বিশেষণটা ক্রিয়ার জন্য আসবে সেটা ক্রিয়া বিশেষণ।
- যে বিশেষণটা অব্যয়ের জন্য আসবে সেটা অব্যয়ের বিশেষণ
- যে বিশেষণটা বাক্যের জন্য আসবে সেটা বাক্যের বিশেষণ

বিশেষণের বিশেষণ

রহিম অতি চালাক
বিশেষ্য বিশেষণ বিশেষণ

[কেমন দিয়ে প্রশ্ন করলে বিশেষণ পাওয়া যায়]

রহিম কেমন ? → চালাক (বিশেষণ)
কেমন চালাক ? → অতি

[এই বাক্যে অতি এসেছে চালাক এর জন্য। অতি বিশেষণ। চালাক নিজেই একটি বিশেষণ। তাই 'অতি' বিশেষণের বিশেষণ]

লোকটি অতিশয় দুঃখিত
বিশেষ্য বিশেষণ বিশেষণ

লোকটি কেমন? → দুঃখিত (বিশেষণ)

দুঃখিত নিজে বিশেষণ, এটা বিশেষ্যের (লোকটির) বিশেষণ।

কেমন দুঃখিত? → অতিশয় (বিশেষণ)

সুতরাং অতিশয় বিশেষণের বিশেষণ।

মনে রাখার উপায়
(কে কার জন্য এসেছে)

ক্রিয়া বিশেষণ → যে পদ ক্রিয়া সংঘটনের ভাব, কাল বা রূপ নির্দেশ করে তাকে ক্রিয়া বিশেষণ বলে। যেমনঃ

(i) রকেট দ্রুত চলে (ক্রিয়া) — [কিভাবে চলে → দ্রুত]
(ii) আমি ঢাকায় থাকি (ক্রিয়া) — [কোথায় থাকি → ঢাকায়]
(iii) আমি কালকে পড়াবো — [কখন পড়াবো → কালকে]
(কালকে: ক্রিয়া বিশেষণ; পড়াবো: ক্রিয়া)

ক্রিয়া বিশেষণ নির্ণয়ের সূত্র:

বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদকে কখন, কোথায়, কিভাবে দিয়ে প্রশ্ন করে যে উত্তর পাওয়া যায় তাই ক্রিয়া বিশেষণ

উদাহরণ: ধীরে ধীরে বায়ু বয় [বইছে কিভাবে → ধীরে ধীরে]
পরে এসো [কখন এসো → পরে]
ভদ্র লোকটি ভেবে চিন্তে কাজ করে। [কিভাবে করে → ভেবেচিন্তে]
আমরা নির্ভয়ে গুহায় ঢুকলাম [কিভাবে ঢুকলাম → নির্ভয়ে]
ছেলেটি জোরে চিৎকার করে উঠল। [কিভাবে চিৎকার করে উঠল → জোরে]
কাজটি ভালোভাবে সম্পন্ন করবে [কিভাবে সম্পন্ন করবে → ভালোভাবে]
প্রিয় গুনগুনিয়ে কথা বলে [কিভাবে কথা বলে → গুনগুনিয়ে]

* ক্রিয়া বিশেষণে এবং ভাবাধিকরণে অবিরলত ৭মী বিভক্তি হয়

বিশেষণের বিশেষণ 2 প্রকার

(i) নাম বিশেষণের বিশেষণ
(ii) ক্রিয়া বিশেষণের বিশেষণ

[ক্রিয়া বিশেষণ বোঝার জন্য আগে আলোচনা করেছি]

নাম বিশেষণের বিশেষণ

রহিম (অতি) চালাক

[এ বাক্যে,
রহিম চালাক (বিশেষণ), চালাক বিশেষ্যের বিশেষণ এটাকে নাম বিশেষণও বলে।
বিশেষ্য
অতি = বিশেষণ
অতি আসছে চালাকের জন্য, চালাক যেহেতু নাম বিশেষণ তাই অতি হবে নাম বিশেষণের বিশেষণ]

ক্রিয়া বিশেষণের বিশেষণ

রকেট (অতি) দ্রুত চলে

[এ বাক্যে চলে ক্রিয়াপদ। কিভাবে চলে? → দ্রুত (ক্রিয়া বিশেষণ)
অতি আসছে দ্রুত কে Backup দেওয়ার জন্য। অতি নিজেও বিশেষণ। সুতরাং অতি ক্রিয়া বিশেষণের বিশেষণ]

For practice

সে এ ব্যাপারে (অতিশয়) দুঃখিত → নাম বিশেষণের বিশেষণ
লোকটি দেখতে (সুন্দর) → বিশেষ্যের বিশেষণ
(একটু) পরে এসো → ক্রিয়া বিশেষণের বিশেষণ

উচ্চারণের স্থান-	অঘোষ	(Voiceless)	ঘোষ	(Voiced)	
	① অল্পপ্রান (Unaspinated)	② মহাপ্রান (Aspinated)	③ অল্পপ্রান (Unaspinated)	④ মহাপ্রান (Aspinated)	⑤ নাসিক্য (Nasal)
কন্ঠ্য	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
তালব্য	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
মূর্ধন্য	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
দন্ত্য	ত	থ	দ	ধ	ন
ওষ্ঠ্য	প	ফ	ব	ভ	ম

OPPO A12 · ©Naim Ferdaus Arpita

ধ্বনিতত্ত্ব

ধ্বনি: কোনো ভাষায় উচ্চারিত শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশ, পরমাণু অংশ বা অবিভাজ্য অংশ যাকে আর ভাঙা যায় না তাই ধ্বনি।

⇒ ধ্বনি বোঝাতে [ ] ব্র্যাকেট ব্যবহৃত হয়। যেমন- [অ], [ই]

⇒ ধ্বনি অলিখিত, চোখে দেখা যায় না।

মৌলিক ধ্বনি
↓
- স্বরধ্বনি
- ব্যঞ্জনধ্বনি

বর্ণ: ধ্বনি নির্দেশক চিহ্ন।

⇒ বর্ণ লিখিত, চোখে দেখা যায়।

অক্ষর/syllable: নিশ্বাসের স্বল্পতম প্রয়াসে একই বক্ষ স্পন্দনের ফলে যে ধ্বনি বা ধ্বনির সমষ্টিটুকু একত্রে উচ্চারিত হয়, তাই অক্ষর। যেমন- মামা, বি-শ্ব-বি-দ্যা-ল-য়

* মৌলিক স্বরধ্বনি ৭টি। [অ, আ, ই, উ, এ, ও, অ্যা]

* যৌগিক স্বরধ্বনি ২টি। [ঐ, ঔ]

OPPO A12 · @Naim Ferdaus Arpita

ধ্বনিতত্ত্ব

ধ্বনি: কোনো ভাষায় উচ্চারিত শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশ, পরমাণু অংশ বা অবিভাজ্য অংশ যাকে আর ভাঙা যায় না তাই ধ্বনি।

⇒ ধ্বনি বোঝাতে [ ] ব্রাকেট ব্যবহৃত হয়। যেমন- [অ], [ই]

⇒ ধ্বনি অলিখিত, চোখে দেখা যায় না।

মৌলিক ধ্বনি
↓
- স্বরধ্বনি
- ব্যঞ্জন ধ্বনি

বর্ণ: ধ্বনি নির্দেশক চিহ্ন।

⇒ বর্ণ লিখিত, চোখে দেখা যায়।

অক্ষর/syllable: নিশ্বাসের স্বল্পতম প্রয়াসে একই বক্ষ স্পন্দনের ফলে যে ধ্বনি বা ধ্বনির সমষ্টিটুকু একত্রে উচ্চারিত হয়, তাই অক্ষর। যেমন- মামা, বি-শ্ব-বি-দ্যা-ল-য়

* মৌলিক স্বরধ্বনি ৭টি। [অ, আ, ই, উ, এ, ও, অ্যা]

* যৌগিক স্বরধ্বনি ২টি। [ঐ, ঔ]

OPPO A12 · @Naim Ferdaus Arpita

* বাংলা বর্ণমালা মোট ৫০টি। স্বরবর্ণ ১১টি ও ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৯টি।

স্বরবর্ণসমূহ	
অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ	→ ১১টি

– মাত্রাহীন
= অর্ধমাত্রা
বাকি সব পূর্ণমাত্রা

মাত্রাসমূহ

মাত্রা	স্বরবর্ণ	ব্যঞ্জনবর্ণ	মোট
পূর্ণ	৬	২৬	৩২
অর্ধমাত্রা	(ঋ) ১	৭	৮
মাত্রাহীন	৪	৬	১০

ব্যঞ্জনবর্ণ সমূহ				
ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ত	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	ম
য	র	ল		
শ	ষ	স	হ	
ড়	ঢ়	য়		
ৎ	ং	ঃ	ঁ	

কিছু বর্ণের একাধিক কারচিহ্ন
উ → ু, হু, শু, ু
ঊ → রূ, ভ্রূ, ূ
ঋ → ৃ, হৃ

* কার চিহ্ন আছে ১০টি স্বরবর্ণের। 'অ' এর কারচিহ্ন নাই

* ফলা চিহ্ন আছে ৬টি ব্যঞ্জনবর্ণের।

ছন্দে ছন্দে ছন্দে ফলা শিখি :

" ময়ার লবণ খেলে
৬টি ফলার দেখা মেলে।"

OPPO A12 · ©Naim Ferdaus Arpita

ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৯ টি। যার মধ্যে -

১. স্পর্শ / পৃষ্ঠ → ২৫ টি (ক - ম পর্যন্ত)
২. নাসিক্য → ৫ টি (ঙ ঞ ণ ন ম)
৩. কম্পনজাত → ১টি (র)
৪. তাড়নজাত → ২টি (ড়, ঢ়)
৫. পার্শ্বিক ধ্বনি → ১টি (ল)
৬. উষ্ম উষ্ম / শিষ'ধ্বনি → ৪ টি (শ, ষ, স, হ)
① ②

① অঘোষ অল্পপ্রাণ
② ঘোষ মহাপ্রাণ

৭. অন্তঃস্থ ধ্বনি → ৪টি (য, র, ল, ব)
৮. পরাশ্রীয় ধ্বনি → ৩টি (ং, ঃ, ঁ)
৯. অনুনাসিক ধ্বনি → ১টি (ঁ)

* ব্যঞ্জনবর্ণের পরে : (i) কার ও (ii) - কার,
পূর্বে : (i) কার ও (ii) ে কার
নিচে : (i) কার ও (ii) কার ও (iii) কার
পূর্বে ও পরে : (i) - কার ও (ii) কার

OPPO A12 ©Naim Ferdaus Arpita

উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী স্বরধ্বনির ৭টি অবস্থান:

স্থান	সম্মুখ জিহ্বা বা প্রসৃত	কেন্দ্রীয় জিহ্বা বা বিবৃত	পশ্চাৎ জিহ্বা বা গোলাকৃত
উচ্চ	ই / ঈ		উ / ঊ
উচ্চমধ্য	এ		ও
নিম্নমধ্য	অ্যা		অ
নিম্ন		আ	

স্বরধ্বনির উচ্চারণ স্থান

স্বরধ্বনি	উচ্চারণ
অ, আ	কণ্ঠ্য
ই, ঈ	তালব্য
উ, ঊ	ওষ্ঠ্য
ঋ	মূর্ধন্য
এ, ঐ	কণ্ঠ তালব্য (১+২)
ও, ঔ	কণ্ঠ ওষ্ঠ্য (১+৩)

নিম্নে উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী বাংলা ২৫টি ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণিবিভাগ দেখানো হলো:

উচ্চারণ স্থান	ব্যঞ্জনধ্বনির বর্ণসমূহ	উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী নাম
জিহ্বামূল	ক খ গ ঘ ঙ	কণ্ঠ বা জিহ্বামূলীয় বর্ণ
অগ্রতালু	চ ছ জ ঝ ঞ শ য য়	তালব্য বর্ণ
পশ্চাৎ দন্তমূল	ট ঠ ড ঢ ণ ষ র ড় ঢ়	মূর্ধন্য বা পশ্চাৎ দন্তমূলীয় বর্ণ
অগ্র দন্তমূল	ত থ দ ধ ন ল স	দন্ত্য বর্ণ
ওষ্ঠ্য	প ফ ব ভ ম	ওষ্ঠ্য বর্ণ

উচ্চারণ স্থান	অঘোষ		ঘোষ		
	(১) অল্পপ্রাণ	(২) মহাপ্রাণ	(৩) অল্পপ্রাণ	(৪) মহাপ্রাণ	(৫) নাসিক্য অল্পপ্রাণ
কণ্ঠ্য	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
তালব্য	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
মূর্ধন্য	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
দন্ত্য	ত	থ	দ	ধ	ন
ওষ্ঠ্য	প	ফ	ব	ভ	ম
	+ বর্গ	—	—	—	—

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বিবরণ:

বিজোড় (১,৩,৫) = অল্পপ্রাণ
জোড় (২,৪) = মহাপ্রাণ
(১,২) = অঘোষ
(৩,৪,৫) = ঘোষ

Techniq:

কথার তালে মূর্খ দন্ত ওষ্ঠ[illegible]

কণ্ঠ্য → ক
তালব্য → চ
মূর্ধন্য → ট
দন্ত্য → ত
ওষ্ঠ্য → প

OPPO A12 © Naim Ferdaus Arpita

যুক্তবর্ণের মজার রহস্য

ক্ত = ক্ + ত } তক্তা, ভক্তি	ত্রু = ত্ + র্ + উ } শত্রু, ত্রুটি	স্থ = স্ + থ } স্বাস্থ্য
ক্র = ক্ + র } চক্র, আক্রমন	ত্থ = ত্ + থ } উত্থান, উত্থিত	হু = হ্ + উ } বহু, হুকুম
ক্য = ক্ + য } বাক্য, ঐক্য	দ্ধ = দ্ + ধ } বদ্ধ, যুদ্ধ	হৃ = হ্ + ঋ } হৃদয়
ঙ্ক = ঙ্ + ক } অঙ্কন, কঙ্কাল	ন্ধ = ন্ + ধ } অন্ধ, বন্ধু	হ্ন = হ্ + ন } মধ্যাহ্ন
ঙ্গ = ঙ্ + গ } অঙ্গ, সঙ্গীত	ভ্র = ভ্ + র } ভ্রান্ত, ভ্রমণ	হ্ণ = হ্ + ণ } পূর্বাহ্ণ
ক্ষ = ক্ + ষ } বক্ষ, শিক্ষা	ভ্রু = ভ্ + র্ + উ } ভ্রুকুটি	ক্ষ্ম = ক্ + ষ্ + ম } লক্ষ্মণ
হ্ম = হ্ + ম } ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মা	ভ্রূ = ভ্ + র্ + ঊ } ভ্রূভঙ্গি	[illegible]
জ্ঞ = জ্ + ঞ } বিজ্ঞান, জ্ঞান	রু = র্ + উ } রুক	ত্ম = ত্ + ম } আত্মা
ঞ্চ = ঞ্ + চ } মঞ্চ, সঞ্চয়	রূ = র্ + ঊ } রূপ	ব্ধ = ব্ + ধ } লব্ধ
ঞ্ছ = ঞ্ + ছ } বাঞ্ছিত	শু = শ্ + উ } শুভ, শুষ্ক	হৃ = হ্ + ঋ } হৃত
ঞ্জ = ঞ্ + জ } গঞ্জ, মঞ্জুষা	শ্রু = শ্ + র্ + উ } অশ্রু	ন্ত্র্য = ন্ + ত্ + র } স্বাতন্ত্র্য
ট্ট = ট্ + ট } চট্টগ্রাম	শ্রূ = শ্ + র্ + ঊ } শুশ্রূষা	ন্ধ = ন্ + ধ } অন্ধকার
ণ্ড = ণ্ + ড } কাণ্ড, ভাণ্ডার	ষ্ম = ষ্ + ম } গ্রীষ্ম	
ত্ত = ত্ + ত } বিত্ত, উত্তম	ষ্ণ = ষ্ + ণ } উষ্ণ	
ত্র = ত্ + র } পত্র, পত্রিকা	স্ত = স্ + ত } রাস্তা	

OPPO A12 · ©Naim Ferdaus Arpita

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য কণিকা:

১. ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ = ফলা। বাংলা বর্ণমালায় ফলা সংখ্যা ৫ টি। ~~মতান্তরে~~ মতান্তরে ৬ টি

২. শব্দের শুরুতে ম-ফলা থাকলে উচ্চারিত হয় না। → স্মৃতি, স্মরণ

৩. পৃথক কোনো উচ্চারণ নেই। → ং, ঙ/ণ, ন/জ, য/ অ, য় /ং, ঃ

৪. শব্দের মৌলিক অংশ ধ্বনি / ভাষার ক্ষুদ্রতম একক ধ্বনি ধ্বনি/ ভাষার মূল উপাদান ধ্বনি / শব্দের ক্ষুদ্রতম একক ধ্বনি।

৫. শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশ বর্ণ।

৬. শব্দের মধ্যে বিসর্গ থাকলে পরবর্তী ব্যঞ্জন দ্বিত্ব হয়। ⇒ দুঃখ

৭. অযোগবাহ বর্ণ ⇒ ং, ঃ (২টি)

৮. য, ব এর উচ্চারণ স্পর্শ ও উষ্ম ধ্বনির মাঝামাঝি।

৯. স্বতন্ত্র বর্ণ নয় ৎ (খণ্ড-ত)

১০. ঠোঁট ও নাকে ছিদ্রের সাহায্যে উচ্চারিত হয় → ম

১১. কখনোই শব্দের শুরুতে বসে না এমন বর্ণগুলো হলো → ঙ, ঞ, ণ, ড়, ং, ঃ, ঁ

১২. বাংলা বর্ণমালায় সরল বর্ণ ⇒ ৫০ টি

১৩. প্রকৃত প্রস্তাবে স্বরধ্বনি নয় → ঋ

১৪. বাংলা বর্ণমালায় ২টি (ঐ, ঔ) স্বরজ্ঞাপক বর্ণ আছে।

১৫. স্বরধ্বনি হ্রস্বস্বর ৪টি (অ, ই, উ, ঋ) ও দীর্ঘ স্বর ৭টি।

১৬. শব্দের শুরুতে ও-কার এর উচ্চারণ দীর্ঘ হয়। যেমন- বোন।

১৭. শব্দে অ দুইভাবে বসতে পারে। (i) স্বাধীন ও (ii) বিলীন

অমর, অনেক — বল = (ব্ + অ + ল্ + অ)

©Naim Ferdaus Arpita
OPPO A12

৩য় পরিচ্ছেদ

ধ্বনির পরিবর্তন

* ধ্বনির পরিবর্তন → আঞ্চলিক ভাষার পরিবর্তন

* ধ্বনির পরিবর্তন হয়-

i) ভাষার বিবর্তনের ফলে (আম্মা > আম্মু)
ii) দ্রুত উচ্চারণের ফলে (জিহ্বা > জিব্বা)
iii) উচ্চারণের অসাবধানতার কারণে (শরীর > শরীল)
iv) শুদ্ধ উচ্চারন বা সঠিক উচ্চারন না জানার কারণে

নিম্নে ধ্বনি পরিবর্তনের নিয়মগুলো আলোচনা করা হলো:

* স্বরাগম মানে কী?
স্বর → স্বরের, আগম → আগমন

* স্বরের আগমন কোথায় হয়? ⇒ শব্দের শুরুতে, মধ্যে, শেষে

Rule :01 ⓐ
স্বরের আগমন শব্দের মাঝে বা মধ্যে ঘটলে তা মধ্যস্বরাগম।
উদাহরন : আজ > আইজ   গ্রাম > গেরাম।

Rule :02 ⓑ
স্বরের আগমন শব্দের শুরুতে / আগে ঘটলে তা আদিস্বরাগম।
উদাহরন : স্ত্রী > ইস্ত্রী   স্কুল > ইস্কুল

OPPO A12 · ©Naim Ferdaus Arpita

Rule :01 ⓒ

* স্বরের আগমন শব্দের শেষে হলে তা অন্ত্যস্বরাগম।

যেমন : আজ > আজি {আজই}

দিশ > দিশা

* স্বরলোপ মানে কি? স্বর লোপ পাওয়া

→ স্বরধ্বনি লোপ পায় কোথা থেকে? = শব্দের শুরু, মধ্য ও অন্ত্য থেকে।

→ স্বরলোপ বা সম্প্রকর্ষ

→ স্বরলোপ — স্বরাগমের বিপরিত অর্থ।

Rule-02 ⓐ

শব্দের শুরু/আদি থেকে লোপ পেলে তা আদিস্বরলোপ

যেমন - আস্তাবল > স্তাবল

Rule-02 ⓑ

শব্দের মধ্য থেকে স্বরধ্বনি লোপ পেলে তা মধ্যস্বরলোপ

যেমন - জানালা > জানলা

Rule-02 ⓒ

শব্দের অন্ত্য/শেষ থেকে স্বরধ্বনি লোপ পেলে তা অন্ত্যস্বরলোপ। যেমন - চারি > চার।

OPPO A12 · ©Naim Ferdous Arpita

২য় পরিচ্ছেদ

ধ্বনির পরিবর্তন

↓

স্বরধ্বনি সংক্রান্ত পরিবর্তন

ব্যঞ্জনধ্বনি সংক্রান্ত পরিবর্তন

স্বরধ্বনি সংক্রান্ত পরিবর্তন

স্বরাগম

* স্বরধ্বনির আগমন অর্থাৎ নতুনভাবে স্বরধ্বনি আসবে।

আদিস্বরাগম : আদিতে / প্রথমে নতুনভাবে স্বরধ্বনি আসবে।

যেমন — স্কুল > ইস্কুল

মধ্যস্বরাগম : মাঝে নতুনভাবে স্বরধ্বনি আসবে।

[ধর্ম > ধরম]

অন্ত্যস্বরাগম : শেষে নতুনভাবে স্বরধ্বনি আসবে।

[দিশ > দিশা]

OPPO A12 · ©Naim Ferdaus Arpita

স্বরলোপ

স্বরধ্বনির চলে যাওয়া।

আদিস্বরলোপ: প্রথমে স্বরধ্বনির চলে যাওয়া

[অলাবু > লাবু]

মধ্যস্বরলোপ: মাঝে স্বরধ্বনির চলে যাওয়া।

[গেলেক > গ্লেক]

অন্ত্যস্বরলোপ: শেষে স্বরধ্বনি চলে গেলে।

[দিশা > দিশ]

অপিনিহিতি

* পরের ই / উ - কার আগে উচ্চারিত হলে।

* যুক্তব্যঞ্জনধ্বনির আগে নতুনভাবে 'ই' আসলে।

সাধু > সাউধ

স্ + আ + ধ + (উ) > স্ + আ + (উ) + ধ

সত্য > সইত্য

স + অ + ত + য > স + (ই) + ত + য

অসমীকরণ

* একই শব্দ / ধ্বনির পুনরাবৃত্তি দূর করার জন্য মাঝখানে স্বরধ্বনি (সচরাচর 'আ') আসলে।

টপ + টপ > টপাটপ

ধপ + ধপ > ধপাধপ।

স্বরসঙ্গতি

স্বরসঙ্গতি মানে স্বরচিহ্নের পরিবর্তন।

১) প্রগত স্বরসঙ্গতি: প্রগত মানে প্রথম, কিন্তু পরিবর্তন হবে শেষেরটি।

মুক্তা > মুক্তো

তুলা > তুলো

২) পরাগত স্বরসঙ্গতি:

পরাগত মানে শেষ, কিন্তু পরিবর্তন হবে প্রথমটি।

মুক্তা > মোক্তা

দেশি > দিশি।

৩) মধ্যগত স্বরসঙ্গতি: মাঝেরটি পরিবর্তন হবে।

বিলাতি > বিলিতি

৪) অন্যোন্য স্বরসঙ্গতি: সবগুলোর পরিবর্তন।

মুক্তা > মোক্তো

OPPO A12 · ©Naim Ferdaus Arpita

ব্যঞ্জনধ্বনি সংক্রান্ত পরিবর্তন

সমীভবন

* দুইটি ভিন্ন ব্যঞ্জনকে একই ব্যঞ্জনে রূপান্তর করা।

পূর্ব ← ক খ → পর   কখ

ক কা   খু খ

i) প্রগত সমীভবন:

পরের পূর্বের পরের ব্যঞ্জন পরিবর্তন হয়ে সমান হবে।

পদ্ম > পদ্দ

ii) পরাগত সমীভবন: পূর্বের ব্যঞ্জন পরিবর্তন হয়ে সমান হবে।

জন্ম > জম্ম

iii) অন্যোন্য সমীভবন: দুটি ব্যঞ্জনই পরিবর্তিত হবে।

সত্য > সচ্চ

'র'-কার লোপ

'র' লোপ পাবে এবং পরবর্তী ব্যঞ্জন দ্বিত্ব বা দুবার হবে।

তর্ক > তক্ক

কর্ম > কম্ম

OPPO A12 · ©Naim Ferdaus Arpita

দ্বিত্ব ব্যঞ্জন

উচ্চারণে জোর দেয়ার জন্য একই ব্যঞ্জন দুবার উচ্চারিত হলে।

পাকা > পাক্কা সকাল > সক্কাল

বিষমীভবন

দুইটি সমান ব্যঞ্জনকে ভিন্ন ব্যঞ্জনে রূপান্তর করবে।

শরীর > শরীল

আরমারি > আলমারি

ব্যঞ্জনবিকৃতি

একটি ব্যঞ্জনের পরিবর্তে আরেকটি ব্যঞ্জন আসবে।

খোপা > খোবা

ব্যঞ্জনচ্যুতি

পাশাপাশি দুটি সমবর্ণ হতে একটি চলে যাবে।

বড়দাদা > বড়দা

বড়দিদি > বড়দি

অন্তর্হতি

বিনা কারণে ব্যঞ্জন চলে যাবে।

ফাল্গুন > ফাগুন

আল্লাহ > আল্লা

OPPO A12 · ©Naim Ferdaus Arpita

ভাষা

* আমরা একে অন্যের সাথে যে সবিস্তর মনের ভাব প্রকাশ করি তাকে ভাষা বলে।

* ভাষার উপকরণ হলো বাক্য। মোঃ রিয়াদ শেখ

* ভাষার মূল উপাদান হলো ধ্বনি। J.K.K.N.I.U

* ভাষার উপাদান চারটি যথা:-

(i) ধ্বনি (ii) বর্ণ (iii) শব্দ (iv) বাক্য

* ভাষার ইট বলা হয় বর্ণকে।

* ভাষার ছাদ বলা হয় বাক্যকে।

* মাইকেল — জীবরাইলকে খ্রিষ্টানরা মাইকেল বলে।

(i) ধ্বনি:- মানুষের মুখনিঃসৃত আওয়াজকে ধ্বনি বলে।

(ii) বর্ণ:- ধ্বনি নির্দেশক সাংকেতিক চিহ্নকে বর্ণ বলে। অথবা ধ্বনির লিখিত রূপকে বর্ণ বলে।

(iii) শব্দ:- পাশাপাশি কয়েকটি বর্ণ একত্রে বসে যদি কোনো অর্থ প্রকাশ করে তাকে শব্দ বলে।

(iv) বাক্য:- পাশাপাশি কয়েকটি শব্দ একত্রে বসে যদি মনের ভাব সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ করে তাকে বাক্য বলে।

* ভাষা দুই প্রকার :- ① লৈখিক ভাষা ② মৌখিক ভাষা
* মৌখিক ভাষার অন্য নাম আঞ্চলিক ভাষা।
* আঞ্চলিক ভাষার অন্য নাম উপভাষা।
* বাংলা ভাষার রীতি দুইটি যথা:- মোঃ রিমান শেখ
① সাধু ভাষা ② চলিত ভাষা। J.K.K.N.I.U
* চলিত ভাষার জনক প্রমথ চৌধুরী।
* কলকাতার ভাষাকে কেন্দ্র করে চলিত ভাষা গড়ে উঠে।
* বাংলা ভাষার জন্ম {৬৫০ - ১২০০} খ্রিষ্টাব্দ। (শহীদুল্লাহর মতে
* এবং সুনীতকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে {৯৫০ - ১২০০}।
* বাংলা সাহিত্যের যুগ তিনটি যথা:
① ৬৫০ - ১২০০ ⟶ প্রাচীন যুগ।
② ১২০১ - ১৮০০ ⟶ মধ্যযুগ।
③ ১৮০১ - বর্তমান ⟶ আধুনিক যুগ।

⇒ বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম {চর্যাপদ}।
⇒ বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম কবির নাম — {লুইপা}।
⇒ বাংলা ভাষার নিকট আত্মীয় হলো - {আসামীয়}।
⇒ বাংলা ভাষার ভগ্নি রূপে কল্পনা করা হয় {উর্দুকে}।
⇒ ৭ম শতক এবং ১০ম শতকে বাংলা ভাষার জন্ম।
⇒ যুগ সন্ধিক্ষণ এর কবি {ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত}

* ১২০১ – ১৩৫০ পর্যন্ত এসময়কে বলা হয় অন্ধকার যুগ।
এসময় কোনো নিদর্শন পাওয়া যায়নি। তাই একে অন্ধকার যুগ বলে।
* মধ্যযুগের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন কাব্য রচনা করেন বড়ু চন্ডী দাস।
* ১৭৬০ — ১৮৬০ সালকে যুগসন্ধিক্ষণ বা সোনালী যুগ বলে।
এখানে অনেক নিদর্শন রচনা হয়।

চর্যাপদ

মোঃ রিমন শেখ
J.K.K.N.I.U

* চর্যাপদের রচনা কাল {৬৫০ – ১২০০}।
* চর্যাপদের কবির সংখ্যা ২৩/২৪ জন।
* চর্যাপদ মাত্রা বিত্ত ছন্দে রচিত।
* চর্যাপদের পদ সংখ্যা ৫১টি। তবে সাড়ে ৪৬ টি পাওয়া গেছে।
আর যে গুলো পাওয়া যায় নি {২৩, ২৪, ২৫, ৪৮}।
* চর্যাপদের সবচেয়ে বেশি পদ লিখেছেন কাহ্নপা। এবং তিনি ১৩ টি পদ লিখেছেন।
* চর্যাপদ ১৯০৭ সালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজদরবার গ্রন্থাগার থেকে পেয়েছেন।
* চর্যাপদ প্রকাশিত হয় বঙ্গীয় সাহিত্য থেকে ১৯১৬ সালে।
* চর্যাপদের ভাষা হলো সান্ধ্য ভাষা।

মো: রিমান শেখ তারিখ: ১৬-১০-২০

J.K.K.N.I.U

সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য

(I) সাধু ভাষা তৎসম শব্দবহুল আর চলিত ভাষা তদ্ভব শব্দ

(II) সাধু ভাষা গুরুগম্ভীর আর চলিত ভাষা সহজ, সরল, প্রাঞ্জল

(III) সাধু ভাষা অপরিবর্তনীয় আর চলিত ভাষা পরিবর্তনশীল।

(IV) সাধু ভাষা কৃত্রিমতাবর্জিত আর চলিত ভাষা কৃত্রিম।

(V) সাধু ভাষা ব্যকরণের নিয়ম মেনে চলে আর চলিত ভাষা ব্যাকরণের নিয়ম মেনে চলে না।

(IIV) নাটকের সংলাপে ও বক্তৃতায় সাধুভাষা অনুপযোগী আর চলিত ভাষা উপযোগী।

* পৃথিবীর সব ভাষার আদিভাষা হলো {ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা}
* বাংলা ভাষার উৎপত্তি হলো ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা থেকে।
* বাংলা লিপির উদ্ভব ব্রাহ্মী লিপি থেকে।
* লিপি অর্থ- লিখন পদ্ধতি।
* আধুনিক বাংলা লিপির জনক - {পঞ্চানন কর্মকার}
* শব্দ এর প্রয়াসে যে টুকু উচ্চারিত হয় তাই অক্ষর।

* বাংলা ভাষার শব্দ সমূহকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় যথা:-
(i) গঠন অনুসারে (ii) অর্থ অনুসারে ও (iii) উৎস বা উৎপত্তি অনুসারে।

* গঠন অনুসারে শব্দ দুই প্রকার :- (i) মৌলিক শব্দ (ii) সাধিত শব্দ,

(i) মৌলিক শব্দ :- যে শব্দ ভাঙা যায় না তাই মৌলিক শব্দ।

(ii) সাধিত শব্দ : যে শব্দকে ভাঙা যায় বা ভাঙলে অন্য কোনো অর্থ প্রকাশ করে তাকে সাধিত শব্দ বলে।

* অর্থ অনুসারে শব্দ তিন প্রকার যথা:-
(i) যৌগিক শব্দ (ii) রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ (iii) যোগরূঢ় শব্দ।

⇒ যৌগিক শব্দ :- যে সকল শব্দের উৎপত্তিগত অর্থ ও ব্যবহারিক অর্থ একই তাকে যৌগিক শব্দ বলে। যথা:-
মধুর গায়ক পিতৃহীন মিতালি দৌহিত্রকে নিয়ে কর্তব্য পালন না যন্ত্রণা ভাব করে করে চিকা মারতে গেল।

মো: রিমান শেখ
J.K.K.N.I.U

* দৌহিত্র = কন্যার ছেলে
* চিকা মারা = দেয়ালে লেখা

⇒ রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ :- যে সকল প্রত্যয় সাধিত শব্দ মূল শব্দের অনুগামী না হয়ে অন্য অর্থ প্রকাশ করে তাকে রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ বলে। যথা :- গবেষণা = (গো + এষণা), হস্তি = (হস্ত + ইন)

তারিখ : ১৩-১০-২০

প্রবীণ = জ্ঞানি ব্যাক্তি, বয়স্ক লোক।
অনেলা = অংবাদ, মিষ্টান্ন, {অম + বাদ}
বাঁশি = বাঁশের তৈরি বাদ্যযন্ত্র।

মোঃ রিমান শেখ
J.K.K.N.I.U

⇒ যৌগরূঢ় শব্দ : যে অকল অমাস নিষ্পন্ন শব্দ অম্পূর্ণ ভাবে অম অমান পদের অনুগামী না হয়ে বৃহৎ অর্থ প্রকাশ করে তাকে যৌগরূঢ় শব্দ বলে। যথাঃ-
পঙ্কজ — পঙ্কে জন্মে যা, পদ্মফুল, রাজপুত্র — রাজার পুত্র
মহাযাত্রা — মহান যে যাত্রা।

* উৎস ও উৎপত্তি অনুসারে শব্দ ৫ প্রকার যথা :
(i) তৎসম (ii) অর্ধতৎসম (iii) তদ্ভব (iv) দেশি (v) বিদেশি

⇒ তৎসম : তৎ — তার, সম — সমান, সংস্কৃতের সমান। যে সকল শব্দ সংস্কৃত ভাষা থেকে সরাসরি বাংলা ভাষায় এসেছে এবং অর্থ অপরিবর্তীত রয়েছে তাকে তৎসম শব্দ বলে। যথাঃ- চন্দ্র, নক্ষত্র, সূর্য, ধর্ম, পত্র, ভবন, মনুষ্য।

* তৎসম ভাষার অপর নাম সংস্কৃত ভাষা।
* 'ক্ষ' দ্বারা বেশির ভাগ শব্দ হলো তৎসম শব্দ।

⇒ অর্ধ-তৎসম : বাংলা ভাষায় কিছু সংস্কৃত শব্দ কিঞ্চিত পরিবর্তনের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয় তাকে অর্ধ-তৎসম বলে। যথাঃ- জোছনা, ছেরাদ্দ, গিন্নি, বোষ্টম, কুচ্ছিত।

তারিখ : ১৭-১০-২০

⇒ তদ্ভব :- যে সকল সংস্কৃত শব্দ ভাষার স্বাভাবিক বিবর্তনের ধারায় প্রাকৃতিক দ্বারা বাংলায় এসেছে তাকে তদ্ভব শব্দ বলে। যথা:- হাত, কান্না, চামার।

⇒ দেশি :- বাংলা ভাষার নিজস্ব ও অনার্য জাতির ব্যবহৃত শব্দকে দেশি শব্দ বলে। যথা:- ডাব, ডাগর, কুড়ি, গঞ্জ, হাট, টুপুর, ডিঙি, ঢেঁকি, কোদাল, খড়, চুঙ্গা, চুলা, পেট, নেংটি, হাট টক, জলপাই, ঝাটা, দরজা।

⇒ বিদেশী শব্দ : রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্য কারণে বাংলাদেশে আগত বিভিন্ন ভাষা ভাষী মানুষের বহু শব্দ বাংলায় এসে স্থান করে নিয়েছে এসব শব্দকে বলা হয় বিদেশী শব্দ।

* ধর্ম সংক্রান্ত ফারসি শব্দ : নামাজ রোজা না করিলে গোনাহ হয়। আর সে কারণে বেহেস্তে যাওয়া যায় না। তখন খোদা তায়ালার নির্দেশে ফেরেশতা পয়গম্বর এসে দোজখে নিয়ে যায়।

মোঃ রিমান শেখ
J.K.K.N.I.U

⇒ চীনা শব্দ :- 'চ' দিয়ে বেশির ভাগ শব্দই চিনা শব্দ যেমন:- চা, চিনি।

⇒ ওলন্দাজ :- তাদের নাম বললেই ওলন্দাজ শব্দ। যেমন:- ইস্কাপন, টেক্কা, তুরুপ, রুইতন, হরতন।

⇨ জাপানি শব্দ :- রিক্সা, হারিকিরি ইত্যাদি। হাসনা হেনা

⇨ মায়ানমার (বার্মিজ) :- ফুঙ্গি, নুঙ্গি।

⇨ পর্তুগিজ শব্দ :- আনারস, আলপিন, আলমারি, গির্জা, গুদাম, চাবি, পাউরুটি, পাদ্রি, বালতি, ইত্যাদি।

⇨ তুর্কি :- চাকর, চাকু, তোপ, দারোগা, কাঁচি ইত্যাদি।

⇨ ফরাসি :- কার্তুজ, কুপন, জিলো, রেস্তোরাঁ ইত্যাদি।

⇨ গুজরাটি :- আদ্দর, হরতাল ইত্যাদি।

⇨ পাঞ্জাবি :- চাহিদা, লিখ ইত্যাদি।

⇨ আরবি :- কলম, আদালত, গায়েব, দোয়াত, নগদ, বাকি, মহকুমা।

ব্যাকরণ

মোঃ রিমান লেখ
J.K.K.N.I.U

* বি + আ + কৃ + অন
* ব্যাকরণ শব্দের অর্থ বিশ্লেষ ভাবে বিশ্লেষণ।
* যে শাস্ত্র পাঠ করিলে ভাষাকে সুষ্ঠুরূপে লিখতে পড়তে, বলতে পারা যায় তাকে ব্যাকরণ বলে।
* ব্যাকরণ চর্চার আদিভূমি - গ্রীস।

* ব্যাকরণ প্রথম রচনা করেন পর্তুগালের নাবিক মানোয়েল দা আসসুম্পসাঁও তার রচিত ব্যাকরণ পর্তুগালের রাজধানী লিসবন এ ১৭৪৩ সালে। গ্রন্থটি রচনা করা হয়েছিল ১৭৩৪ সালে।

* প্রথম ইংরেজী ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন — নাথানিয়াল ব্রাসি হ্যালহেড।

* বাংলা ব্যাকরণের বয়স ২৫০ বছর।

* বাঙালিদের মধ্যে প্রথম বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেছেন {রাজা রামমোহন রায়}। [গৌড়ীয় ব্যাকরণ]

* ব্যাকরণ তৎসম শব্দ।

* বাংলা ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয় ৪টি যথা:-

(i) ধ্বনিতত্ত্ব

(ii) শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব

মোঃ রিয়াদ শেখ
J.K.K.N.I.U

(iii) বাক্য তত্ত্ব বা পদক্রম

(iv) অর্থতত্ত্ব।

* বিভক্তিহীন নাম শব্দকে প্রাতিপাদিক বলে যথা:- হাত, বই কলম

* সাধিত শব্দ:- মৌলিক শব্দ ব্যতীত অন্য সব শব্দকেই সাধিত শব্দ বলে। যথা:- হাতা, গরমিল, দম্পতি।

তারিখ : ১৮-১০-২০

* সাধিত শব্দকে ২ ভাগে ভাগ করা যায় যথা
(i) নাম শব্দ (ii) ক্রিয়া শব্দ ।

→ নাম ও ক্রিয়া শব্দের দুটি অংশ থাকে যথা:-
(i) প্রকৃতি (ii) প্রত্যয় ।

* প্রকৃতি:- যে শব্দকে বা কোনো শব্দের যে অংশকে আর কোনো ক্ষুদ্রতর অংশে ভাগ করা যায় না তাকে প্রকৃতি বলে ।

প্রকৃতি দুই প্রকার যথা:-
(i) নাম প্রকৃতি (ii) ক্রিয়া প্রকৃতি ॥

* শব্দ গঠনের উদ্দেশ্য হলো নাম প্রকৃতি ও ক্রিয়া প্রকৃতি ।

* প্রকৃতির পরে যে শব্দাংশ যুক্ত হয় তাকে প্রত্যয় বলে ।

* বাংলা শব্দ গঠনে দুই প্রকার প্রত্যয় পাওয়া যায় ।যথা:-
(i) তদ্ধিত প্রত্যয় (ii) কৃৎ প্রত্যয় ।

মোঃ রিমান শেখ
J.K.K.N.I.U

ধ্বনি

* মানুষের মুখনিঃসৃত আওয়াজকে ধ্বনি বলে ।

* ধ্বনি প্রধানত দুই প্রকার যথা :-
(i) স্বরধ্বনি (ii) ব্যঞ্জনধ্বনি ।

তারিখ : ১৮-১০-২০

(i) স্বরধ্বনি :- যে ধ্বনি নিজে নিজে উচ্চারিত হতে পারে তাকে স্বরধ্বনি বলে।

(ii) ব্যাঞ্জনধ্বনি :- যে সকল ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরধ্বনি সাহায্য লাগে তাকে ব্যাঞ্জনধ্বনি বলে।

* স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে 'কার' বলে।
* মোট কার ১০ টি।
* ব্যাঞ্জন বর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে ফলা বলে।
* মোট ফলা ৬টি যথা:- য, র, ল, ব, ন, ম।
* প্রকৃত স্বরবর্ণ ৭টি
* যৌগিক স্বরজ্ঞাপক বর্ণ ২টি। যথা:- ঐ, ঔ
* প্রকৃত ব্যাঞ্জনবর্ণ ৩৫ টি।
* পরাশ্রয়ী বর্ণ ৩টি। যথা:- ং, ঃ, ঁ।
* {ক থেকে ম} পর্যন্ত এই পঁচিশটি স্পর্শধ্বনি।
* 'অ' কে নিলীন / বিলীন ধ্বনি বলা হয়।
* বর্গ ৫টি যথা:- ক, চ, ট, ত, প কীয়।

মোঃ রিয়াদ হোসেন
J.K.N.I.U

তারিখ : ১৮-১০-২০

উচ্চারণ স্থান	অঘোষ		ঘোষ		নাসিক্য
	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	
কণ্ঠ	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
তালব্য	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
মূর্ধন্য	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
দন্ত	ত	থ	দ	ধ	ন
ওষ্ঠ	প	ফ	ব	ভ	ম
					ং

* পার্শ্বিক বর্ণ ১টি — 'ল'।
* য, র, ল, ব, ন, ম কে অন্তঃস্থ (র) ধ্বনি বলে।
* (উ) বর্ণ ৪টি। {শ, স, ষ, হ} উষ্ম বর্ণ বলে।
* তাড়ন জাত ধ্বনি ২টি {ড়, ঢ়}
* কম্পন জাত ১টি {র}।

মোঃ রিমান শেখ
J.K.K.N.I.U

মাত্রা

	স্বরবর্ণ	ব্যঞ্জনবর্ণ	মোট
মাত্রাযুক্ত	৬	২৬	৩২
অর্ধমাত্রা	১ - ঋ	৭	৮
মাত্রাহীন	৪	৬	১০
	= ১১	= ৩৯	= ৫০

তারিখ : ১৯-১০-২০

ণত্ব বিধি

* বাংলা অধিকাংশ ণ এর ব্যবহার নেই।
* তৎসম ও সংস্কৃত শব্দে 'ণ' এর ব্যবহার হয়।
* তৎসম শব্দে 'ণ' এর ব্যবহারকে ণত্ব বিধি বলে।

সৌজন্যে: বিজ্ঞান জগৎ
J.K.N.I.U

ণ ব্যবহারের নিয়ম :-

(i) ট- বর্গীয় ধ্বনির আগে তৎসম শব্দে মূর্ধন্য (ণ) হয় যথা:- {ঘন্টা, লন্ঠন, কান্ড, কন্ঠ}।

(ii) ঋ, র, ষ এর পরে 'ণ' হয় যথা:- {ঋণ, তৃণ, বর্ণ, বর্ণনা, কারুণ্য, স্মরণ, ব্যাকরণ, ভীষণ, ভাষণ, উষ্ণ} ইত্যাদি

(iii) ঋ, র, ষ এর পরে স্বরধ্বনি, য, য়, ব, হ, ং এবং ক-বর্গীয় ও প- বর্গীয় ধ্বনি থাকলে এর পরে ন মূর্ধন্য (ণ) হয় যথা:- {কৃপণ, হরিণ, অর্পণ, লক্ষণ, রুক্মিণী, ব্রাহ্মণ}।

* সমাসবদ্ধ শব্দে সাধারণত ণত্ব বিধান খাটে না এরূপ ক্ষেত্রে ন হয় যেমন:- ত্রিনয়ন, সর্বনাম, দুর্নীতি, দুর্নাম, দুর্নিবার, পরনিন্দা, অগ্রনায়ক।

ত-বর্গীয় বর্ণের সঙ্গে যুক্ত দন্ত্য ন) কখনো 'ণ' হয় না। ('ন' হয় যথা:- অন্ত, গ্রন্থ, ক্রন্দন।

তারিখ : ১৯-১০-২০

(iv) কতকগুলো শব্দে স্বভাবতই 'ণ' হয় যথা:-

চাণক্য মানিক্য গণ   বানিজ্য লবণ মণ
বেনু বীণা কঙ্কণ কণিকা।
কল্যাণ শোণিত মণি   স্থানু গুণ পুণ্য বেণী
ফণী অণু বিপণি গণিকা।
আপণ লাবণ্য বাণী   নিপুণ ভণিতা পাণি
গৌণ কোণ ভাণ পণ শাণ।
চিক্কণ নিক্কণ তূণ   কফোণি বণিক গুণ
গণনা পিণাক পণ্য বাণ।

ষত্ব-বিধি

* বাংলা ভাষায় 'ষ' এর ব্যবহার নেই।
* তৎসম শব্দে 'ষ' এর ব্যবহারকে ষত্ব বিধান বলে।

ষ এর ব্যবহার :-

(১) ট-বর্গীয় ধ্বনির সঙ্গে দন্ত্য(স) এর পরিবর্তে 'ষ' হয় যথা:- কষ্ট, স্পষ্ট, নষ্ট, কাষ্ঠ, ওষ্ঠ।

(২) {ঋ, র} এর পরে 'ষ' হয় যথা:- ঋষি, বর্ষা, কৃষক, বৃষ্টি

মোঃ বিল্লাল হোসেন U.N.K.K.J

তারিখ: ১১-১০-২০

(৩) অ, আ, ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনি এবং ক ও র এর পরে প্রত্যয় এর 'ষ' 'ষ' হয় যথা:- মুমূর্ষু, চক্ষুষ্মান, চিকীর্ষা।

(৪) ই- কারান্ত এবং উ- কারান্ত উপসর্গের পর কতগুলো ধাতুতে 'ষ' হয় যথা :- অভিসেক > অভিষেক, সুসুপ্ত > সুষুপ্ত, অনুসঙ্গ > অনুষঙ্গ, প্রতিসেধক > প্রতিষেধক, প্রতিস্থান > প্রতিষ্ঠান, অনুস্থান > অনুষ্ঠান, বিসম > বিষম, সুসমা > সুষমা।

(৫) 'র' ধ্বনির পর যদি অ, আ ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনি থাকে তবে (ষ) হয় যথা :- পরিষ্কার।

(৬) তৎসম শব্দে 'র' এর পর 'ষ' হয় যথা:- {বর্ষা, ঘর্ষণ}

(৭) কতকগুলো শব্দে স্বভাবতই 'ষ' হয় যথা:- ষড়ঋতু, রোষ, কোষ, আষাঢ়, ভাষণ, ভাষা, ঊষা, পৌষ, কলুষ, পাষাণ, মানুষ, ঔষধি, ষড়যন্ত্র, ভূষণ, দ্বেষ।

* আরবি, ফারসি, ইংরেজী ইত্যাদি ভাষা থেকে আগত শব্দে 'ষ' হয় না। যথা:- জিনিস, পোশাক, মাস্টার, পোস্ট।

* সংস্কৃত 'সাৎ' প্রত্যয়যুক্ত পদে ও 'ষ' হয় না যথা:- অগ্নিসাও, ধূলিসাও, ভূমিসাৎ ইত্যাদি।

মোঃ রিমান শেখ
J.K.K.N.I.U

তারিখ : ১৯-১০-২০

সন্ধি

* সন্ধি অর্থ মিলন।
* পরস্পর দুইটি ধ্বনির মিলনকে সন্ধি বলে।
* সন্ধি দুই প্রকার :-
(i) স্বর সন্ধি (ii) ব্যাঞ্জনসন্ধি

* স্বরসন্ধির :- স্বরধ্বনির সাথে স্বরধ্বনির যে মিলন তাকে স্বরধ্বনি বলে। অর্থাৎ {স্বর + স্বর}। যথা:- বিদ্যা + আলয় বিদ্যালয় — আ + আ

* ব্যাঞ্জনসন্ধি :- ব্যাঞ্জনধ্বনির সাথে ব্যাঞ্জনধ্বনির মিলনকে অথবা ব্যাঞ্জনধ্বনির সাথে স্বরধ্বনির মিলনকে ব্যাঞ্জন সন্ধি বলে। ব্যাঞ্জনসন্ধির রুপ ৩টি যথা:-
(i) ব্যাঞ্জন + ব্যাঞ্জন
(ii) ব্যাঞ্জন + স্বর
(iii) স্বর + ব্যাঞ্জন।

মোঃ রিমান শেখ
J.K.K.N.I.U

(১) কাদের মধ্যে বর্গের তৃতীয় বর্ণ থাকলে ঐ বর্গের ১ম বর্ণ বসে যথা:- নিজঅন্ত = নিচ + অন্ত, সুবন্ত = সুপ + অন্ত

(২) কাদের মধ্যে (চচ) বা চছ থাকলে ১ম 'চ' এর পরিবর্তে (ত) বা (দ) হবে যথা:- উচ্চারণ = উৎ + চরণ, সচ্চিন্তা = সৎ + চিন্তা

তারিখ : ২৯-১০-২০

(৩) শব্দের মধ্যে (জ্জ্ব) / (জ্ঝ) থাকলে তখন (জ/ঝ) এর পরিবর্তে (ৎ) বা (দ) বসে যথা:- উজ্জ্বল = উৎ + জ্বল, সজ্জন = সৎ + জন।

(৪) শব্দের মধ্যে (দ্ধ) থাকলে তখন (দ) এর পরিবর্তে (ৎ) বা (দ) হয় আর (ধ) এর পরিবর্তে (হ) হয় যথা: পদ্ধতি = পদ্ + হতি।

(৫) শব্দের মধ্যে নাসিক্য বর্ণ {ঙ, ঞ, ন, ম, ং} থাকলে এর পরিবর্তে 'ম' হয়। যথা:- সংবাদ = সম + বাদ।

* বাংলা ভাষায় কিছু তৎসম শব্দ আছে এজন্য বাংলা বিসর্গ (ঃ) সন্ধির ব্যবহার আছে।

* শব্দের মধ্যে (ঃ) থাকলে অবশ্যই বিসর্গ (ঃ) সন্ধি হয়।

(i) শব্দের মধ্যে ও (ো) কার থাকলে বিসর্গ (ঃ) সন্ধি হবে। ও (ো) কার উঠিয়ে (ঃ) বসে + বাকি অংশ।

(ii) শব্দের মধ্যে (র) বা রেফ (র্) থাকলে (ঃ) বিসর্গ সন্ধি হয়। (র) বা (র্) এর পরিবর্তে (ঃ) + বাকি অংশ।

(iii) শব্দের মাঝখানে {শ, ষ, স} থাকলে তা উঠে (ঃ) + বাকি অংশ বসে।

মোঃ রিমান শেখ
J.K.K.N.I.U

(iv) বিশেষ নিয়মে সাধিত কতগুলো সন্ধি যথা:-
উৎ + স্থান = উত্থান, সম + কার = সংস্কার, সম + কৃত = সংস্কৃত
পরি + কার = পরিষ্কার, উৎ + স্থাপন = উত্থাপন।

তারিখ : ১১-১০-২০

(৮) কতকগুলো নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি যথা :-
আশ্চর্য = আ + চর্য, গো + পদ = গোষ্পদ, বন + পতি = বনস্পতি
বৃহৎ + পতি = বৃহস্পতি, তৎ + কর = তস্কর।
এক + দশ = একাদশ।

মোঃ রিমান শেখ
J.K.K.N.I.U

পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ

* বাংলা ভাষায় বহু বিশেষ্য পদ রয়েছে যাদের কোনোটিকে পুরুষ আবার কোনো টিকে স্ত্রী বোঝায়।
* যে শব্দ পুরুষ বোঝায় তাকে পুরুষবাচক শব্দ বলে।
* যে শব্দ স্ত্রী বোঝায় তাকে স্ত্রীবাচক শব্দ বলে।
* বাংলা ভাষায় পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দকে ২ভাগে ভাগ করা যায় যথা:-

(১) পতি ও পত্নীবাচক অর্থে {বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তিতে}
যথা:- আব্বা - আম্মা, চাচা - চাচী, মামা - মামী

(২) পুরুষ ও মেয়ে স্ত্রীজাতীয় অর্থে যথা:- খোকা - খুকী, পাগল - পাগলী, বামন - বামনী, ভেড়া - ভেড়ী, দেওর - ননদ।

তারিখ : ২০-১০-২০

বাংলা স্ত্রী প্রত্যয়

* ঈ প্রত্যয় :- বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী, ভাগনা-ভাগনী।
* নী প্রত্যয় :- কামার-কামারনী, জেলে-জেলেনী, কুমার-কুমারনী, ধোপা-ধোপানী, মজুর-মজুরনী।
* পুরুষবাচক শব্দের শেষে 'ঈ' থাকলে স্ত্রীবাচক শব্দের শেষে নী হয়। এবং আগের 'ঈ' (ই) হয় যথা:- অভিসারী-অভিসারিনী, ভিখারী-ভিখারিনী।
* আনী প্রত্যয় :- চাকর-চাকরানী, ঠাকুর-ঠাকুরানী, নাপিত-নাপিতানী।
* ইনী প্রত্যয় :- কাঙাল-কাঙালিনী, গোয়াল-গোয়ালিনী, বাঘ-বাঘিনী
* উন প্রত্যয় :- ঠাকুর-ঠাকরুন।
* আইন প্রত্যয় :- ঠাকুর-ঠাকুরাইন।

মোঃ রিয়ান শেখ
J.K.K.N.I.U

* নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ :- সতীন, সৎমা, এয়ো, দাই, সধবা, বিধবা, নাকচুন্নী, শুক-সারী ইত্যাদি।
* নিত্য পুরুষবাচক শব্দ :- কবিরাজ, কৃতদার, ঢাকী, রাষ্ট্রপতি।

তারিখ : ২০-১০-২০

* কতকগুলো পুরুষবাচক শব্দের আগে স্ত্রীবাচক শব্দ প্রয়োগ করে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠিত হয়। যথা:-
ডাক্তার - মহিলা ডাক্তার, সৈন্য - মহিলা সৈন্য
সভ্য - মহিলা সভ্য, কবি - মহিলা কবি।

* কতগুলো শব্দের শেষে পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ যোগ করে পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ গঠিত হয় যথা:-
বোন পো - বোন ঝি, ঠাকুর পো - ঠাকুর ঝি
গয়লা - গয়লা বউ, ঠাকুরদা - ঠাকুরমা

মোঃ রিয়াদ শেখ
J.K.K.N.I.U

সংস্কৃত স্ত্রী প্রত্যয়

* আ-যোগে :- সাধারণ অর্থে :- মৃত - মৃতা, বিবাহিত - বিবাহিতা
মাননীয় - মাননীয়া, বৃদ্ধ - বৃদ্ধা, প্রিয় - প্রিয়া, মলিন - মলিনা
জাতি বা শ্রেণিবাচক : অজ - অজা, কোকিল - কোকিলা, ক্ষত্রিয় - ক্ষত্রিয়া, শূদ্র - শূদ্রা, শিষ্য - শিষ্যা

* ঈ - প্রত্যয় যোগে :- সাধারণ অর্থ :- নিশাচর - নিশাচরী, ভয়ংকর - ভয়ংকরী, রজক - রজকী, কিশোর - কিশোরী,
জাতি বা শ্রেণিবাচক : সিংহ - সিংহী, ব্রাহ্মণ - ব্রাহ্মণী, মানব - মানবী, ময়ূর - ময়ূরী।

তারিখ : ২০-১০-২০

* গুরুজন বলেন শিক্ষিত মা-বাবা ছাড়া শিশু সন্তান মানুষ হয় না। এই শব্দ গুলো স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ই বোঝায়।

সংখ্যাবাচক শব্দ

* সংখ্যা মানে গণনা বা গণনা দ্বারা লব্ধ ধারণা।
* সংখ্যা ধারার মূল একক ১(এক)।
* সংখ্যাবাচক শব্দ চার প্রকার যথা:

(i) অঙ্কবাচক :- ১, ২, ৩, ৪, ৫।
(ii) পরিমাণ বা গণনা বাচক :- এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ।
(iii) ক্রম বা পূরনবাচক :- প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম।
(iv) তারিখ বাচক :- পহেলা, দোসরা, তেসরা, চৌঠা, পাঁচই।

* $\frac{১}{৪}$ — চৌথা, সিকি বা পোয়া।
* $\frac{১}{৩}$ — তেহাই।
* $\frac{১}{২}$ — অর্ধ, আধা।
* $\frac{১}{৮}$ — অষ্টমাংশ।

মোঃ রিয়াদ শেখ
J.K.K.N.I.U

তারিখ : ২০-১০-২০

বচন

* বচন অর্থ সংখ্যার ধারণা।
* ব্যাকরণে বিশেষ্য ও সর্বনামের সংখ্যাগত ধারণা প্রকাশের উপায়কে বচন বলে।
* বাংলা ভাষায় বচন দুই প্রকার যথা:-
① একবচন ② বহুবচন

মোঃ রিমান শেখ
J.K.K.N.I.U

* একবচন :- যে শব্দ দ্বারা কোনো প্রাণী, ব্যক্তি বা বস্তু একটি মাত্র সংখ্যা বোঝায় তাকে একবচন বলে। যথা:- যে এলো মেয়েটি স্কুলে যায়নি।

* বহুবচন :- যে শব্দ দ্বারা কোনো প্রাণি, ব্যক্তি বা বস্তুর একের অধিক সংখ্যা বোঝায় তাকে বহুবচন বলে। যথা: {তারা গেল}। {মেয়েরা এখনও আসেনি}।

* কেবল মাত্র বিশেষ্য ও সর্বনামের পদ বচনভেদে হয়।
* কোন কোন সময় টি, টা, খানা, খানি যোগ করে বিশেষ্যের একবচন বোঝায় যথা:- গরুটা, কলমটি, খাতা খানা, বাড়িটা

* বাংলা বহুবচন বোঝানোর জন্য রা, এরা, গুলো, গুলি, দিগ, দের বিভক্তি যুক্ত হয় এবং সব, সকল, সমুদয়, কুল, বৃন্দ বর্গ, নিচয়, রাজি, রাশি, পাল, দাম, নিকর, মালা, অবলি

তারিখ : ২০-১০-২০

* 'রা' কেবল উন্নতি প্রানীবাচক শব্দে ব্যবহৃত হয় যথা:- ছাত্ররা খেলতে গেছে, শিক্ষকেরা জ্ঞান দান করেন

* গুলা, গুলি, গুলো প্রানী ও অপ্রানীবাচক শব্দে ব্যবহৃত হয়। অতগুলো কুমড়া দিয়ে কী হবে ?

* উন্নত প্রানীবাচক মনুষ্য শব্দে ব্যবহৃত বহুবচন হয় যথা:-
(i) গণ — দেবগণ, নরগণ, জনগণ
(ii) বৃন্দ — সুধীবৃন্দ, ভক্তবৃন্দ, শিক্ষকবৃন্দ
(iii) মন্ডলী — শিক্ষকমন্ডলী, অধ্যাপকমন্ডলী
(iv) বর্গ — পন্ডিতবর্গ, মন্ত্রিবর্গ।

মোঃ বিপ্লব মোল্লা
J.K.K.N.I.U

* প্রানী ও অপ্রানীবাচক শব্দে বহুবচন যথাঃ
(i) কুল — কবিকুল, পক্ষিকুল, মাতৃকুল, বৃক্ষকুল।
(ii) সকল — পর্বতসকল, মনুষ্য সকল
(iii) সব — ভাইসব, পাখিসব
(iv) সমূহ — বৃক্ষ সমূহ, মনুষ্য সমূহ।

* অপ্রানিবাচক শব্দে ব্যবহৃত বহুবচনবোধক শব্দ যথা: আবলি, গুচ্ছ, দাম, নিকর, পুঞ্জ, মালা, রাজি, রাশি, কবিতাগুচ্ছ, আবলি, গুচ্ছ, দাম, নিকর, পুঞ্জ, মালা, রাজি, রাশি, বালিরাশি। কুসুমদাম, কমলনিকর, মেঘপুঞ্জ, পর্বতমালা, তারকারাজি,

তারিখ : ২১-২০-২০

* সকল মানুষেরাই মরণশীল (শুদ্ধ)।
* মানুষেরা মরণশীল (শুদ্ধ)।

মোঃ রিয়ান লেখা
J.K.K.N.I.U

ধ্বনি পরিবর্তন

* ধ্বনি পরিবর্তনে অর্থের কোনো পরিবর্তন হয় না।
* ধ্বনি পরিবর্তনের প্রধান তিনটি কারণ যথা:-
(i) আঞ্চলিকতার জন্য (ii) সহজ উচ্চারণের জন্য (iii) দ্রুত উচ্চারণের জন্য।
* ধ্বনি পরিবর্তন দুই প্রকার যথা:- (i) স্বরধ্বনির পরিবর্তন (ii) ব্যঞ্জন ধ্বনির পরিবর্তন।
* স্বরধ্বনির পরিবর্তন :- স্বরাগম (স্বর+আগমন) স্বরধ্বনির আগমনকে বোঝায় যথা:- স্কুল > ইস্কুল {ই ধ্বনির আগমন}
* স্বরাগম তিন প্রকার যথা:- (i) আদি স্বরাগম (ii) মধ্যস্বরাগম (iii) অন্ত্যস্বরাগম।

* আদি স্বরাগম শুরুতে স্বরধ্বনির আগমন — স্টেশন > ইস্টেশন
* মধ্য স্বরাগম মধ্যে স্বরধ্বনির আগমন — ধর্ম > ধরম।
* অন্ত স্বরাগম শেষে স্বরধ্বনির আগমন — আম > আমা

তারিখ : ২১-১০-২০

* ধ্বনি বিপর্যয় :- শব্দের মধ্যে দুটি ব্যঞ্জনের পরস্পর পরিবর্তন ঘটলে তাকে ধ্বনি বিপর্যয় বলে যথাঃ- রিকসা > রিসকা, বাক্স > বাস্ক, লাফ > ফাল, পিশাচ > পিচাশ।

* সমীভবন :- শব্দের মধ্যে দুটি ভিন্ন ধ্বনি একে অপরের অল্প- বিস্তর সমতা লাভ করে একে সমীভবন বলে যথাঃ- জন্ম > জম্ম, কাঁদনা > কান্না।

⇒ সমীভবন তিন প্রকার যথাঃ- (i) প্রগত (ii) পরাগত (iii) অন্যোন্য

* প্রগত — চক্র > চক্ক, পক্ব > পক্ক, লগ্ন > লগ্গ।

⇒ পরাগত — তৎ + জন্য > তজ্জন্য, তৎ + হিত > তদ্ধিত।

⇒ অন্যোন্য — সংস্কৃত সত্য > প্রাকৃত সচ্চ, সংস্কৃত বিদ্যা > প্রাকৃত বিজ্জা।

মোঃ রিমান শেখ
J.K.K.N.I.U

* বিষমীভবন :- দুটি সম বর্ণের একটির পরিবর্তনকে বিষমীভবন বলে। শরীর — শরিল, লাল — নাল।

* দ্বিত্ব ব্যঞ্জন :- কখনো কখনো জোর দেওয়ার জন্য শব্দের ব্যঞ্জনে দ্বিত উচ্চারণ হয় একে দ্বিত্ব ব্যঞ্জন বলে যথাঃ- পাকা — পাক্কা, সকাল — সক্কাল।

* ব্যঞ্জন বিকৃতি :- শব্দের মধ্যে কোনো কোনো সময় কোনো ব্যঞ্জন পরিবর্তিত হয়ে নতুন ব্যঞ্জন ধ্বনি ব্যবহৃত হয় একে ব্যঞ্জন বিকৃ

কবাট — কপাট

তারিখ : ২১-১০-২০

সমাস

* সমাস মানে সংক্ষেপন, মিলন, একাধিক পদের একপদীকরণ।
* অর্থসম্বন্ধ আছে এমন একাধিক শব্দের এক সঙ্গে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠনের প্রক্রিয়াকে সমাস বলে।
যথা:- দেশের সেবা = দেশসেবা, নেই পরোয়া যার = বেপরোয়া
* সমাসের রীতি সংস্কৃত থেকে বাংলায় এসেছে।
* সমাসের প্রক্রিয়ায় সমাসবদ্ধ বা সমাসনিষ্পন্ন পদটির নাম সমস্ত পদ।
* সমস্ত পদ বা সমাসবদ্ধ পদটির অন্তর্গত পদগুলোকে সমস্যমান পদ বলে।
* সমাস যুক্ত পদের প্রথম অংশ পূর্বপদ ও পরের অংশ উত্তরপদ বা পরপদ বলে।
* সমস্ত পদকে ভেঙে যে বাক্যাংশ বলা হয় তার নাম সমাসবাক্য, ব্যাসবাক্য বা বিগ্রহবাক্য।

মোঃ রিমান শেখ
J.K.K.N.I.U

* সমাস প্রধানত ছয় প্রকার যথা:-
① দ্বন্দ্ব সমাস
② কর্মধারয় সমাস
③ তৎপুরুষ সমাস
④ বহুব্রীহি সমাস
⑤ দ্বিগু সমাস
⑥ অব্যয়ীভাব সমাস,

তারিখ : ২১-১০-২০

(৩) দ্বন্দ্ব সমাস :- যে সমাসে প্রত্যেকটি সমস্যমান পদের অর্থের সমান প্রাধান্য থাকে তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যথা:
তাল ও তমাল = তাল-তমাল, দোয়াত ও কলম = দোয়াত-কলম
* দ্বন্দ্ব সমাসে পূর্বপদ ও পরপদের সম্বন্ধ বোঝানোর জন্য {এবং, ও, আর} এ তিনটি অব্যয় পদ ব্যবহৃত হয় যথা:
মাতা ও পিতা = মাতাপিতা।
* অলুক দ্বন্দ্ব :- যে দ্বন্দ্ব সমাসে কোনো সমস্যমান পদের বিভক্তি লোপ হয় না তাকে অলুক দ্বন্দ্ব বলে যথা:
দুধে-ভাতে, জলে-স্থলে, দেশে-বিদেশে, হাতে-কলমে।
* তিন বা বহু পদে দ্বন্দ্ব সমাস হলে তাকে বহুপদী দ্বন্দ্ব সমাস বলে যথা:- {সাহেব-বিবি-গোলাম} {হাত-পা-নাক-মুখ-চোখ}।

মোঃ রিমান শেখ
J.K.K.N.I.U

(২) কর্মধারয় সমাস :- যেখানে বিশেষণ বা বিশেষণভাবাপন্ন পদের সাথে বিশেষ্য বা বিশেষ্যভাবাপন্ন পদের সমাস হয় এবং পরপদের অর্থই প্রধান রূপে প্রতীয়মান হয় তাকে কর্মধারয় সমাস বলে। যথা:- নীল যে পদ্ম = নীলপদ্ম; শান্ত অথচ শিষ্ট = শান্তশিষ্ট, কাঁচা অথচ মিঠা = কাঁচামিঠা।
* মাঝখানে {যে, অথচ} থাকলে কর্মধারয় সমাস।

তারিখ : ২১-১০-২০

* কর্মধারয় সমাস চার প্রকার যথা :-
① মধ্যপদলোপী কর্মধারয়।
② উপমান কর্মধারয়।
③ উপমিত কর্মধারয়।
④ রূপক কর্মধারয়।

মোঃ রিমান লেখ
J.K.K.N.I.U

① মধ্যপদলোপী কর্মধারয় :- যে কর্মধারয় সমাসে ব্যাসবাক্য মধ্যলোপ হয় তাকে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস বলে যথা:- সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন, সাহিত্য বিষয়ক সভা = সাহিত্যসভা, স্মৃতি রক্ষার্থে সৌধ = স্মৃতিসৌধ।

② উপমান কর্মধারয় :-{উপমান অর্থ তুলনীয় বস্তু} প্রত্যক্ষ কোনো বস্তুর সাথে পরোক্ষ কোনো বস্তুর তুলনা করলে প্রত্যক্ষ বস্তুটিকে বলা হয় উপমেয়, আর যার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে তাকে বলা হয় উপমান। যথা:- ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণ কেশ = ভ্রমরকৃষ্ণকেশ, এখানে ভ্রমর উপমান এবং কেশ উপমেয়। কৃষ্ণত্ব -সাধারণ ধর্ম।

* সাধারণ ধর্মবাচক পদের সাথে উপমানবাচক শব্দের পদের যে সমাস তাকে উপমান কর্মধারয় সমাস বলে যথা:- তুষারের ন্যায় শুভ্র = তুষারশুভ্র।

তারিখ : ২১-১০-২০

৩) উপমিত কর্মধারয়ঃ- সাধারণ গুণের উল্লেখ না করে উপমেয় পদের সাথে উপমানের যে সমাস হয় তাকে উপমিত কর্মধারয় সমাস বলে। যথাঃ মুখ চন্দ্রের ন্যায় = চন্দ্রমুখ, পুরুষ সিংহের ন্যায় = সিংহ পুরুষ।

* এ সমাসে উপমেয় পদটি পূর্বে বসে।

৪) রূপক কর্মধারয়ঃ- উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে অভিন্নতা কল্পনা করা হলো রূপক কর্মধারয় সমাস যথাঃ- মন রূপ মাঝি = মনমাঝি, বিষাদ রূপ সিন্ধু = বিষাদসিন্ধু

* এ সমাসে উপমেয় পদ পূর্বে এবং উপমান পদ পরে বসে। এবং সমস্যমান পদে 'রূপ' অথবা -ই, যোগ করে ব্যাস বাক্য গঠন করা হয়।

মোঃ রিমন শেখ
J.K.K.N.I.U

৩) তৎপুরুষ সমাসঃ- পূর্ব পদের বিভক্তির লোপে যে সমাস হয় এবং যে সমাসের পরপদের অর্থ প্রধানভাবে বোঝায় তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে। যথাঃ- বিপদকে আপন্ন = বিপদাপন্ন।

* তৎপুরুষ ৯ প্রকার যথাঃ-
১) দ্বিতীয়া, ২) তৃতীয়া, ৩) চতুর্থী ৪) পঞ্চমী ৫) ষষ্ঠী ৬) সপ্তমী ৭) নঞ্ ৮) উপপদ ৯) অলুক।

তারিখ : ২২-১০-২০

⇨ দ্বিতীয়া তৎপুরুষ :- পূর্ব পদে দ্বিতীয়া বিভক্তি {কে, রে} বসে যথা:- দুঃখকে প্রাপ্ত = দুঃখপ্রাপ্ত।

⇨ তৃতীয়া তৎপুরুষ :- পূর্ব পদে তৃতীয়া বিভক্তি {দ্বারা, দিয়া কর্তৃক} সমাস লোপ পায় যথা :- মন দিয়ে গড়া = মনগড়া।

মোঃ রিমান শেখ
J.K.K.N.I.U

⇨ চতুর্থী তৎপুরুষ :- পূর্ব পদে চতুর্থী বিভক্তি {কে, জন্য} লোপ পায় যথা:- ক গুরুকে ভক্তি = গুরুভক্তি, বিয়ের জন্য পাগলা = বিয়ে পাগলা।

⇨ পঞ্চমী তৎপুরুষ :- পূর্বপদে পঞ্চমী বিভক্তি {হতে, থেকে} সমাস লোপ পায় যথা:- খাঁচা থেকে ছাড়া = খাঁচাছাড়া

⇨ ষষ্ঠী তৎপুরুষ :- পূর্ব পদে ষষ্ঠী বিভক্তি {র, এর} লোপ সমাস হয় যথা:- চায়ের বাগান = চাবাগান, রাজার পুত্র = রাজপুত্র

⇨ সপ্তমী তৎপুরুষ :- পূর্বপদে সপ্তমী বিভক্তি {এ, য়, তে} লোপ হয়ে যে সমাস হয় যথা :- গাছে পাকা = গাছপাকা দিবায় নিদ্রা = দিবানিদ্রা।

তারিখ : ২২-১০-২০

⇨ নঞ্ তৎপুরুষ সমাস :- না বাচক নঞ্ অব্যয় (না, নেই, নাই, ন) পূর্বে বসে যথা : ন আচার = অনাচার, ন কাতর = অকাতর ।

⇨ উপপদ তৎপুরুষ সমাস :- যে পদের পরবর্তী ক্রিয়ামূলের গঠনে কৃৎ প্রত্যয় যুক্ত হয় সে পদকে উপপদ বলে যথা :-

জলে চরে যা = জলচর, জল দেয় যে = জলদ ।

⇨ অলুক তৎপুরুষ সমাস :- যে তৎপুরুষ সমাস পূর্বপদের দ্বিতীয়াদি বিভক্তি লোপ হয় না তাকে অলুক তৎপুরুষ বলা হয় যথা :-

গায়ে পড়া = গায়েপড়া ।

মোঃ রিয়ান শেখ
J.K.K.N.I.U

④ বহুব্রীহি সমাস :- যে সমাসে সমস্যমান পদগুলোর কোনোটির অর্থ না বুঝিয়ে, অন্য কোনো পদকে বোঝায় তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে । যথা :- বহু ব্রীহি (ধান) আছে যার = বহুব্রীহি ।

* বহুব্রীহি সমাস আট প্রকার যথা :-

① সমানাধিকরণ ② ব্যাধিকরণ ③ ব্যতিহার ④ নঞ্ ⑤ মধ্যপদলোপী
⑥ প্রত্যয়ান্ত ⑦ অলুক ⑧ সংখ্যাবাচক ।

⑨ সমানাধিকরণ বহুব্রীহি :- পূর্বপদ বিশেষণ ও পরপদ বিশেষ্য হলে সমানাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস হয়। যথা:- হত হয়েছে স্ত্রী যার = হতস্ত্রী, খোলা মেজাজ যার = খোলামেজাজ

⑩ ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি :- বহুব্রীহি সমাসের পূর্বপদ এবং পরপদ কোনোটিই যদি বিশেষণ না হয়, তবে তাকে ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি বলে যথা :- আশীতে (দাঁতে) বিষ যার = আশীবিষ।

⑪ ব্যতিহার বহুব্রীহি :- ক্রিয়ার পারস্পরিক অর্থে ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস হয়। এ সমাসে পূর্বপদে 'আ' এবং উত্তরপদে 'ই' যুক্ত হয় যথা :- হাতে হাতে যে যুদ্ধ = হাতাহাতি, কানে কানে যে কথা = কানাকানি।

মোঃ রিয়ান শেখ
J.K.K.N.I.U

⑫ নঞ্ বহুব্রীহি :- বিশেষ্য পূর্বপদের আগে নঞ্ (না অর্থবোধক) অব্যয় যোগ করে বহুব্রীহি সমাস হয় তাই নঞ্ বহুব্রীহি বলে। যথা:- নাই জ্ঞান যার = অজ্ঞান, নে হেত যার = বেহেড

⑬ সর্বপদলোপী বহুব্রীহি :- বহুব্রীহি সমাসের ব্যাখ্যার জন্য ব্যবহৃত বাক্যাংশের কোনো অংশ যদি সমস্তপদে লোপ পায় তাকে সর্বপদলোপী বলে। যথা:- বিড়ালের চোখের ন্যায় চোখ যে নারীর = বিড়ালচোখী।

(৬) প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি:- যে বহুব্রীহি সমাসে সমস্তপদে আ, এ, ও ইত্যাদি প্রত্যয় যুক্ত হয় তাকে প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি সমাস বলে যথাঃ এক দিকে চোখ যার = এক চোখা।

(৭) অলুক বহুব্রীহি:- যে বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব বা পরপদের কোনো পরিবর্তন হয় না তাকে অলুক বহুব্রীহি সমাস বলে যথাঃ- মাথায় পাগড়ি যার = মাথায়পাগড়ি।

(৮) সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি:- পূর্ব পদ সংখ্যাবাচক এবং পরপদ বিশেষ্য হলে এবং সমস্ত পদটি বিশেষণ হলে, তাকে সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাস বলে। যথাঃ- দশ গজ পরিমাণ যার = দশগজি।

* নিপাতনে সিদ্ধ বহুব্রীহি:- যথা:- দু দিকে অপ যার = দ্বীপ, অন্তর্গত অপ যার = অন্তরীপ, নরাকারে পশু যে = নরপশু।

(৫) দ্বিগু সমাস:- সমাহার বা মিলন অর্থে সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে বিশেষ্য পদের যে সমাস হয় তাকে দ্বিগু সমাস বলে যথা:- তিন কালের সমাহার = ত্রিকাল; তিন মাথার সমাহার = তেমাথা।

মোঃ রিমান শেখ

J.K.K.N.I.U

তারিখ : ২২-১০-২০

(৬) অব্যয়ীভাব সমাস :- পূর্বপদে অব্যয়যোগে নিষ্পন্ন যদি অব্যয়ের অর্থের প্রাধান্য থাকে, তবে তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে। যথা:- জানু পর্যন্ত নম্রিত = আজানুনম্রিত।

* উল্লিখিত প্রধান দুটি সমাস ছাড়াও কয়েকটি অপ্রধান সমাস রয়েছে যথা: প্রাদি, নিত্য, উপপদ ও অনুক।

* প্রাদি সমাস :- প্র, প্রতি, অনু প্রভৃতি অব্যয়ের সঙ্গে যদি কৃৎ প্রত্যয়ের সাধিত বিশেষ্যের সমাস হয় তবে তাকে প্রাদি সমাস বলে। যথা :- অনুতে যে তাপ = অনুতাপ।

* নিত্য সমাস :- যে সমাসে সমস্যমান পদগুলো নিত্য সমাসবদ্ধ থাকে ব্যাসবাক্যের দরকার হয় না তাকে নিত্য সমাস বলে। যথা: কেবল দর্শন = দর্শনমাত্র, অন্য গৃহ = গৃহান্তর।

মোঃ রিমান শেখ
J.K.K.N.I.U

তারিখ : ২৩-১০-২০

উপসর্গ

* উপসর্গ শব্দের আগে বসে।
* বাংলা ভাষায় কিছু অব্যয়সূচক শব্দ আছে যা স্বাধীন ভাবে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে না। এগুলোকে অন্য শব্দের আগে বসে নতুন শব্দ গঠন করে এগুলোকে উপসর্গ বলে।
* উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই এদের অর্থদ্যোতকতা আছে।
* বাংলা ভাষায় তিন প্রকার উপসর্গ আছে যথাঃ-
① বাংলা ② তৎসম ③ বিদেশি
* বাংলা উপসর্গ মোট ২৭ টি যথা:- অ, অঘা, অজ, অনা, আ, আড়, আন, আব, ইতি, উন, কদ, কু, নি, পাতি, বি, ভর, রাম, স, সা, সু, হা।
* তৎসম (সংস্কৃত) উপসর্গ ২০ টি যথা:- প্র, পরা, অপ, সম, নি, অনু, অব, নির, দুর, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অভি, অতি, অপি, উপ, আ।
* আ, সু, বি, নি এ চারটি উপসর্গ বাংলা ও তৎসম উপসর্গের উভয়ের মধ্যে রয়েছে।

মোঃ রিমান শেখ
J.k.K.N.I.U

তারিখ : ২৬-১০-২০

* বিদেশি উপসর্গ :-
* ফারসি উপসর্গ :- কার, দর, না, নিম, ফি, বদ, বে, বর, ব, কম।
* আরবি উপসর্গ :- আম, খাস, না, গর
* ইংরেজী উপসর্গ :- ফুল, হাফ, হেড, সাব
* উর্দু-হিন্দি উপসর্গ :- হরদোজ, হরমাহিনা, হরকিসিম, হরহামেশা

মোঃ রিমান শেখ
J.K.K.N.I.U

তারিখ : ২৪-১০-২০

পদ-প্রকরণ

* বাক্যে অন্তর্গত প্রত্যেকটি অর্থবোধক শব্দকে পদ বলে।
* পদ প্রধানত দুই প্রকার যথাঃ- ১) সব্যয় পদ ২) অব্যয়পদ
* সব্যয় পদকে আবার চার ভাগে ভাগ করা যায় :-
① বিশেষ্য ② বিশেষণ ③ সর্বনাম ④ ক্রিয়া।

বিশেষ্য :- কোনো কিছুর নামকে বিশেষ্য পদ বলে যথাঃ ব্যক্তি, জাতি, সমষ্টি, বস্তু, স্থান, কাল, ভাব, কর্ম, গুন বোঝায়।
* বিশেষ্য পদ ছয় প্রকার যথাঃ-
① নাম বাচক বিশেষ্য ② জাতিবাচক ③ বস্তু বাচক ④ সমষ্টিবাচক
⑤ ভাব বাচক ⑥ গুনবাচক বিশেষ্য।

বিশেষণ :- যে পদ বিশেষ্য, সর্বনাম, ক্রিয়াপদের দোষ, গুন, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ বোঝায় তাকে বিশেষণ পদ বলে।
* বিশেষণ পদ দুই প্রকার যথাঃ-
① নাম বিশেষণ ② ভাব বিশেষণ

মোঃ রিমান শেখ
J.K.K.N.I.U

* ভাব বিশেষণ চার প্রকার।

তারিখ : ২৪-১০-২০

কারক ও বিভক্তি

* কারক শব্দের অর্থ যা ক্রিয়া সম্পাদন করে।
* বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সঙ্গে নামপদের যে সম্বন্ধ তাকে কারক বলে।
* কারক ৬ প্রকার যথা:)

১) কর্তৃকারক ২) কর্মকারক ৩) করণ কারক ৪) সম্প্রদান কারক ৫) অপাদান কারক ৬) অধিকরণ কারক

* বিভক্তি:- বাক্যস্থিত একটি শব্দের সঙ্গে অন্য শব্দের অন্বয় সাধনের জন্য শব্দের সঙ্গে যে সকল বর্ণ যুক্ত হয় তাদের বিভক্তি বলে

মোঃ রিমান শেখ
J.K.K.N.I.U

* বিভক্তি ৭ প্রকার যথা:-

১) প্রথমা বা শূন্য বিভক্তি :- ০, অ, ২) দ্বিতীয়া বিভক্তি :- কে, রে ৩) তৃতীয়া বিভক্তি :- দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক ৪) চতুর্থী বিভক্তি :- দ্বিতীয়ার মতো ৫) পঞ্চমী বিভক্তি :- হইতে, থেকে, চেয়ে ৬) ষষ্ঠী বিভক্তি :- র, এর ৭) সপ্তমী বিভক্তি :- এ, য়, তে ,

① কর্তৃকারক :- বাক্যস্থিত যে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদ ক্রিয়া সম্পন্ন করে তাকে কর্তৃকারক বলে।

* ক্রিয়ার সঙ্গে 'কে' বা 'কারা' যোগ করে যে উত্তর পাওয়া যায় তাই কর্তৃকারক যথা:- {খোকা বই পড়ে} {কে পড়ে? খোকা পড়ে}

মোঃ রিয়াদ শেখ
J.K.K.N.I.U

* কর্তৃকারক চার প্রকার :-

① মুখ্য কর্তা ② প্রযোজক কর্তা ③ প্রযোজ্য কর্তা ④ ব্যতিহার

* মুখ্য কর্তা :- যে নিজে নিজেই ক্রিয়া সম্পাদন করে সে মুখ্য কর্তা যথা:- ছেলেরা ফুটবল খেলছে।

② প্রযোজক কর্তা :- মূল কর্তা যখন অন্যকে কোনো কাজে নিয়োজিত করে তা সম্পন্ন করায়, তখন তাকে প্রযোজক কর্তা বলে যথা:- {শিক্ষক ছাত্রদের ব্যাকরণ পড়াচ্ছেন}

③ প্রযোজ্য কর্তা :- মূল কর্তার করণীয় কার্য যাকে দিয়ে সম্পাদিত হয় তাকে প্রযোজ্য কর্তা বলে। উপরের বাক্যে 'ছাত্র' প্রযোজ্য কর্তা।

তারিখ : ২৪-১০-২০

④ ব্যতিহার কর্তা:- কোনো বাক্যে যে দুটো কর্তা একত্রে একজাতীয় ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাদের ব্যতিহার কর্তা বলে। যথা:- রাজায় রাজায় লড়াই।

* কর্মকারক:- যাকে আশ্রয় করে কর্তা ক্রিয়া সম্পন্ন করে তাকে কর্মকারক বলে।

{কী বা কাকে দ্বারা প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় তা কর্মকারক}

যথা:- তাকে বল - কাকে বল?

মোঃ রিমান শেখ
J.K.K.N.I.U

* করণ কারক:-

* করণ শব্দটির অর্থ:- যন্ত্র, সহায়ক বা উপায়।

* ক্রিয়া সম্পাদনের যন্ত্র, উপকরণ বা সহায়ককেই করণ কারক বলে।

{কীসের দ্বারা বা কী উপায়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় এই-করণ কারক} যথা:- (নারী কলম দিয়ে লেখে) (জগতে কীর্তিমান হয় সাধনায়)

তারিখ : ২৪-১০-২০

* সম্প্রদান কারক :- যাকে স্বত্ব ত্যাগ করে দান, অর্চনা করা হয় তাকে সম্প্রদান কারক বলে।

* অনেক বৈয়াকরণ বাংলা ব্যাকরণে সম্প্রদান কারক স্বীকার করেন না। কারণ কর্মকারকের দ্বারাই সম্প্রদান কারকের কাজ সুন্দরভাবে সম্পাদন করা যায়। যথা :- ভিক্ষারিকে ভিক্ষা দাও

* অপাদান কারক :- যা থেকে কিছু বিচ্যুত, গৃহীত, ভীত, বিরত, আরম্ভ, দূরীভূত রক্ষিত হয় তাকেই অপাদান কারক বলে যথা :- (গাছ থেকে পাতা পড়ে) (মেঘ থেকে বৃষ্টি পড়ে) (পাপে বিরত হও)।

মোঃ রিমান মোল্যা
J.K.K.N.I.U

* অধিকরণ কারক :- ক্রিয়া সম্পাদনের কাল (সময়) এবং আধারকে অধিকরণ কারক বলে।

⇒ অধিকরণ তিন প্রকার :- ① কালাধিকরণ ② আধারাধিকরণ ③ ভাবাধিকরণ।

* {কোথায় কখন, কীসে দ্বারা প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় তাই অধিকরণ} যথা :- (প্রভাতে সূর্য ওঠে)।

তারিখ : ২৪-১০-২০

* অধিকরণ তিন প্রকার :- ① ঐকদেশিক ② অভিব্যাপক ③ বৈষয়িক।

① **ঐকদেশিক :-** বিশাল স্থানের যে কোনো অংশে ক্রিয়া সংঘটিত হলে তাকে ঐকদেশিক অধিকরণ বলে। (পুকুরে মাছ আছে) (বনে বাঘ আছে) (রাজার দুয়ারে হাতি বাঁধা)

② **অভিব্যাপক :-** উদ্দিষ্ট বস্তু যদি সমগ্র আধার ব্যাপ্ত করে বিরাজমান থাকে, তবে তাকে অভিব্যাপক বলে। (তিলে তৈল আছে) (নদীতে পানি আছে)

③ **বৈষয়িক :-** বিষয় বিশেষে বা কোনো বিশেষ গুণে কারও কোনো দক্ষতা বা ক্ষমতা থাকলে সেখানে বৈষয়িক অধিকরণ হয়। যথাঃ- (রবিন অঙ্কে কাঁচা)

মোঃ রিমান শেখ

J.K.K.N.I.U

মোঃ রিমান শেখ   তারিখ : ২৫-১০-২০

J.K.K.N.I.U   বাক্য প্রকরণ

* পাশাপাশি কয়েকটি শব্দ একত্রে বসে যদি অর্থের অর্থ সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ করে তাকে বাক্য বলে।

* একটি সার্থক বাক্যের তিনটি গুণ থাকে :- ① আকাঙ্ক্ষা ② আসত্তি ③ যোগ্যতা

১) আকাঙ্ক্ষা :- বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ ভাবে বোঝানোর জন্য এক পদের পর অন্য পদ শোনার যে ইচ্ছা তাকে আকাঙ্ক্ষা বলে। যথা:- পৃথিবীর উপগ্রহ..... । আমি বাড়ি.....।

২) আসত্তি :- বাক্যের অর্থ সংগতি রক্ষার জন্য সুশৃঙ্খল পদবিন্যাসই হলো আসত্তি যথা:-

কাল বিতরণী হবে উৎসব স্কুলে আমাদের পুরস্কার অনুষ্ঠান
⇒ কাল আমাদের স্কুলে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হবে।

৩) বাক্য স্থিত পদ সমূহের অর্থগত ও ভাবগত মিলবন্ধনের নাম যোগ্যতা। যথা:-

(হাতিরা আকাশে উড়ে), (মানুষেরা ঘাস খায়)

তারিখ : ২৫-১০-২০

* শব্দের যোগ্যতার সাথে নিম্নলিখিত বিষয় জড়িয়ে থাকে দুর্বোধ্যতা, অপ্রচলিত দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করলে বাক্যের যোগ্যতা বিনষ্ট হয় যথাঃ- তুমি আমার সাথে প্রপঞ্চ করেছো। চাতুরতা

মোঃ রিয়ান শেখ
J.K.K.N.I.U

* উপমার ভুল প্রয়োগ :- ঠিক ভাবে উপমা অলংকার ব্যবহার না করলে বাক্যের যোগ্যতার হানি ঘটে। যেমনঃ- (আমার হৃদয় মন্দিরে আশার বীজ উপ্ত হলো)

* বাহুল্য দোষ :- প্রয়োজনের অধিক শব্দ ব্যবহার করলে বাহুল্য দোষ ঘটে যথাঃ- দেশের সব আলেমগণই এই ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করবেন।

* বাগ্‌বিধির শব্দের পরিবর্তন :- বাগ্‌বিধিতে যথেচ্ছ পরিবর্তন করলে শব্দ তার যোগ্যতা হারায় যথাঃ- অরণ্যে রোদন = নিষ্ফল আবেদন / বনে ক্রন্দন।

* গুরুচণ্ডালী দোষ :- তৎসম শব্দের সাথে দেশীয় শব্দের প্রয়োগে গুরুচণ্ডালী দোষ হয় যথাঃ গরুর গাড়ি

তারিখ : ২৫-১০-২০

গরুর বাছুর । কাবদাহ - কাবলোড়া, মড়ালোড়া - মড়কাহ ।

উদ্দেশ্য ও বিধেয়

* প্রতিটি বাক্যের দুটি অংশ থাকে ① উদ্দেশ্য ② বিধেয়

উদ্দেশ্য :- বাক্যের যে অংশ কাউকে উদ্দেশ্য করে কিছু বোঝায় তাকে উদ্দেশ্য বলে ।

বিধেয় :- উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা বলা হয় তাকে বিধেয় বলে ।

যথা:- খোকা এখন (উদ্দেশ্য) বই পড়ছে (বিধেয়)

মোঃ রিমান শেখ
J.K.K.N.I.U

* গঠন অনুসারে বাক্য তিন প্রকার :- ① সরল ② মিশ্র বা জটিল ③ যৌগিক ।

সরল :- যে বাক্যে একটি মাত্র কর্তা উদ্দেশ্য এবং একটি মাত্র বিধেয় থাকে তাকে সরল বাক্য বলে । যথাঃ- পুকুরে পদ্মফুল ফোটে ।

মা ছিল না বলে (উদ্দেশ্য) কেউ তার ভুল ধরে দেয়নি (বিধেয়) ।

তারিখ : ২৫-১০-২০

* মিশ্র বা জটিল :- যে বাক্যে একটি প্রধান খন্ড বাক্য এক বা একাধিক আশ্রিত বাক্য থাকে তাকে মিশ্র বা জটিল বাক্য বলে যথাঃ- যে পরিশ্রম করে, সেই সুখ লাভ করে
প্রধান খন্ড আশ্রিত

* যৌগিক বাক্য :- পরস্পর নিরপেক্ষ দুই বা ততোধিক সরল বা মিশ্র বাক্য মিলিত হয়ে যে বাক্য গঠিত হয় তাকে যৌগিক বাক্য বলে।

* যৌগিক বাক্যের অন্তর্গত ও নিরপেক্ষ কতগুলো শব্দ হলো এবং, ও, কিন্তু, তথাপি, অথচ, কিংবা, বরং, তথাপি, যথাপি প্রভৃতি অব্যয় সম্বলিত থাকে।

মোঃ রিমান শেখ
J.K.K.N.I.U